ফেরিওয়ালা

(মঞ্চ ফাঁকা । সময় সকাল । গ্রাম্য পথের দৃশ্য । নেপথ্যে বাদ্য যন্ত্রে গ্রাম্য সংগীতের সুর শোনা যায় ।)

(নেপথ্য থেকে গান ভেসে আসে)

- গান -

এসেছে ফেরিওয়ালা নেইকো তার চুলা
মন ভোমরা হয়ে সে ঘোরে মনের দ্বারে দ্বারে
সে খোঁজে মনের বাসা -। মনেতে বাঁধে বাসা ।
এ ভিন্ন নেই কো তার জানা -সে যে ভাই ফেরিওয়ালা -
এসেছে ফেরিওয়ালা .....

(নেপথ্য থেকে জনতার কণ্ঠ শোনা যায়)

নেঃ ১মজনতা - ফেরিওয়ালা - ও ফেরিওয়ালা

নেঃ ফেরিওয়ালা - আসছিগো আসছি-

(আনন্দে গুন গুনিয়ে গান গাইতে গাইতে প্রবেশ করে ফেরিওয়ালা)

ফেরি- আমি ফেরিওয়ালা । আমি মনভমরা হয়ে ফিরি মন থেকে মনের দ্বারে । মন বিলায়ে আর মিলায়ে দেখি এক আনন্দ ধারা । এই ফেরিতে নাইকো রেশারেশি । আছে শুধু মনের মিলনের রেশ । যাই এবার ওদের কাছে ওরা যে আমার অপেক্ষায় রয়েছে -

(প্রস্থান উদ্দ্যত হয় । এমন সময় নেপথ্য থেকে একটা ছোট্ট মেয়ে দেবী - ফেরিওয়ালাকে ডাকতে ডাকতে প্রবেশ করে)

দেবী- ফেরিওয়ালা - ও ফেরিওয়ালা তুমি কোথায় যাচ্ছ ?

ফেরি- ওঃ দেবী মা তুমি । আগে বলতো তুমি এই সকালে কোথায় চল্লে ?

দেবী- আমি তো স্কুলে যাচ্ছি -

ফেরি- কেন কেন

দেবী- স্কুলে কি করতে যায় তাও জান না । পড়তে যাচ্ছি গো -

ফেরি- কই তোমার কাছে তো বই-ই নেই । স্কুলে গিয়ে কি পড়বে -

দেবী- তুমিই তো বল মন দিলে মনের যোগ ঘটে আর সেই ঘটাতেই হয় প্রাপ্তি । তাইতো আমি মন দিয়ে মনের যোগ ঘটাব আর তাতেই হবে আমার শিক্ষা প্রাপ্তি

ফেরি- তুমিতো আমাকেই হার মানিয়ে দিলে

দেবী- হারা জেতার অভিলাস ভাল নয় কো - এটাও তো তুমি বল তবে কেন এখন হার জিতের হিসাব কসছো

ফেরি- তোমায় প্রণাম দেবী । (হাত জড়ো করে প্রণাম করে)

দেবী- হেঃ হেঃ । তুমি কি বোকা দেখ -আমাকে প্রণাম করছে । আরে বাবা আমি সে দেবী নই গো আমি তো কৃষক চাষীর মেয়ে -নাম দেবী

ফেরি- নাম আর ধাম দিয়ে কি দেব-দেবীর বিচার হয় । থাক ওসব কথা । শোন আমি কালই তোমার বাবাকে বলব তোমায় বই কিনে দিতে

দেবী- না না- । অমন কাজটি কোরনা ।ওতে বাবা মনে দুঃখ পাবে

ফেরি- কেন কেন- এতে দুঃখ পাবার কি আছে

দেবী- জান না -আমাদের চাল আনতে চুলো বিকে যায় । তা বই কেনার পয়সা পাবে কোথায় ? তুমি বই কেনার কথা বললে বাবা তা দিতে না পেরে মনে দুঃখ পাবে । আমি চাই না আমার বাবা আমার জন্য দুঃখ পাক । বই ছাড়াই আমি পড়া করে নেব

(দেবীর কথা শুনে ফেরি অবাক দৃষ্টে তার পানে চেয়ে থাকে)

দেবী- কি গো ফেরিওয়ালা হা করে কি দেখছ -

ফেরি- (ভাবুক)-বিদ্যা নেই ঘটে তবু বিদ্যালঙ্কার । সুখ পেলনা তবু শান্তি খোঁজে সবার তরে -

ফেরি- অত সত জানিনে বাপু । আমার পড়তে ভাল লাগে তাই স্কুলে ছুটে যাই - যদি কিছু পাই -ব্যাস

ফেরি- তোর এত পড়ার সখ অথচ-

দেবী- এ নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না । আমার এক বন্ধু আছে সেই সব ব্যাবস্থা করে দেবে

ফেরি- তোর বন্ধু ! কে সেই বন্ধু -

দেবী- ফতিমা দিদি -

ফেরি- ফতিমা !

দেবী- হ্যাঁ । ফতিমা দিদি পড়তে ভলবাসে - আমিও পড়তে ভালবাসি , তাইতো আমরা দুজনায় বন্ধু। আর বন্ধু বলেই আমার বই এর সব ব্যাবস্থা ফতিমা দিদি করে দেবে -

ফেরি- হে প্রভু - এদের এই অনুরাগ সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুক । এমনি করেই আসুক জাগরন -শিক্ষার জাগরন - দেশের দিকদর্শক হবার পথ প্রসস্থ হবার জাগরন - । এমনটি কেন হয় না ?

দেবী- বঃ । তুমি তো ফতিমা দিদির মতো । জান ফেরিওয়ালা -ফতিমা দিদি দূখঃ করে কি বলে জান

ফেরি (সহাস্যে)কি বলে ?

দেবী বলে জানিস দেবী - আমরা তো বেশী লেখা-পড়া জানিনে তাইতো লড়াইতে হেরে যাই

ফেরি- লড়াই নয় বল জীবনকে সুন্দর বানাতে পারি না ।

দেবী বঃ তুমি তো বেশ কথা বল - জীবনকে সুন্দর বানাতে পারি না

ফেরি যাই গো দেবী - ফেরির দেরী হয়ে যাচ্ছে -

দেবী আমিও যাই নইলে যে স্কুলের পড়া শুরু হয়ে যাবে । চলি গো -

(দেবী প্রস্থান উদ্দত ঠিক সে সময়ে প্রবেশ করে ফটিক)

ফটিক- একি দেবী তুই এখানে কেন ? যা বাড়ি যা -

দেবী- কেন বাড়ি যাব কেন

ফটিক- আবার মুখের ওপর কথা -

দেবী- বড় বলেই কি সব সময় বকবে নাকি । আমি বাড়ি যাব না -

ফটিক- শুনলে শুনলে ফেরিওয়ালা । যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা

ফেরি- যা -মা যা -। নইলে দেরী হয়ে যাবে-

দেবী- হ্যাঁ । তাই যাব । জান ফেরিওয়ালা তোমার সাথে আবার দেখা হলে আমি আরো অনেক কথা বলব -

ফেরি- কি কথা বলবে

দেবী- মেয়েদের রূপ কথা, আবার দূঃশাসনের ঘর করার কথা ।একদিকে জ্বালা অন্য দিকে মমতার খেলা-

ফটিক- এই তুই এসব শিখলি কোথা থেকে ?

দেবী- ব রে ফতিমা দিদি শিখিয়েছে -

ফটিক- ওই আর এক বিছে

দেবী- দেখছ দেখেছ তোমার স্বভাবটা কেমন হিংসুটে -

ফটিক- কি বললি

দেবী- হিংসুটে । ফেরিওয়ালার কাছ থেকে মনটা কে একটু শুধরে নিও -

ফটিক- তবে- রে -

ফেরি- আঃ - ফটিক । ও ছেলে মানুষ । তুই যা মা -

দেবী- চলি গো - ফেরিওয়ালা তোমার সাথে আবার দেখা হবে - চলি-

(দেবীর প্রস্থান)

ফটিক - তুমি ওকে পশ্রয় দিয়ে মাথায় উঠিয়েছ

ফেরি- মাথায় না ওঠালে অন্যের ওজন বুঝবে কি করে

ফটিক তোমার হেয়ালি বোঝা দায় -

ফেরি থাক ও কথা । এখন বলতো তুমি এই সাজ সকালে কোথায় যাচ্ছ ?

ফটিক- কোথায় আর যাব । তোমাকেই খুঁজছিলাম -

ফেরি- কেন ভায়া ? হঠাৎ কি কারণে আমার তলব হল শুনি

ফটিক- আচ্ছা বলতে পার আমাদের অবস্থাটা কবে ফিরবে মানে অভাব অনটন ঘুচবে কি করে

ফের- কিছু পাবার বাসনা থাকা ভাল কিন্তু না পাওয়ার হতাসা থাকা ভাল না

ফটিক- তোমার মত চাল-চুলাহীন গৃহবাসীদের ও কথা শোভা পায়। কিন্তু ওতে আমাদের পেট ভরে না -

ফেরি- আসলে কি জান সব কিছুতেই পোষায় যদি তাতে নিজেকে পোষ মানাও ।

ফটিক একেতে অর্থের টান তার ওপর মেয়েটার নানা বায়না -জীবনটা তিক্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছে ।

ফেরি প্রত্যাশা থাকলেই আকাঙ্খা হবে আর সেটা না মিটলেই হতাশা বাড়বে । এই রোগ থেকে যখন মুক্ত হতে পারবে তখনই তোমার সমস্যা মিটবে । চলি

ফটিক- প্রত্যাশা , আকাঙ্খা , হতাশা - এ সব জটিল । -ও আমার মগজে ঢুকবে না

ফেরি জট ও নয়, জটিলও নয় - সবই মনের খেলা

ফটিক তুমিও আজকাল খুব সহজেই পালটি খাও দেখছি

ফেরি- আমি কেন । ওই ওপরওয়ালা ওই যে গো- ওই দেবতারাও পাল্টি খায় যদি মানুষ তার দেওয়া পথে না চলে ।

ফটিক- অতশত বুঝিনে বাপু । আজকাল এ গাঁয়ে শহরের লোক জনের আনাগোনা শুরু হয়েছে তারা বলে - ..... হ্যাঁ একটা খবর আছে

ফেরি- কি খবর । শুনি -

ফটিক- শহরের লোকদের সাথে নাকি এক সন্যাসী এসেছে ? সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে জমিয়ে বেসেছে । তুমি শুনেছ সে খবর ?

ফেরি- হ্যাঁ -। শুনেছি

ফটিক সে নাকি -ভাগ্য বদলাতে পারে । বলে মন বদলালে শুখ আসে না - ভাগ্য বদলালে সব বদলায়

ফেরি- তুমি কি ওতেই বিশ্বাষ করো ?

ফটিক- বিশ্বাস না করলেও লোভ তো হয়

ফেরি- তোমার মন যদি তাতে সায় দেয় তাহলে তাই কর । এতে বাপু আমার তো কিছু করনীয় নেই

ফটিক- ঠিক আছে । আমার সমস্যার সমাধান নাই বা করলে । কিন্তু ওই বেটা সন্যাসী, যে তোমার এত দিনের প্রচেষ্টার ফসলকে নির্মূল করতে চেষ্টা করছে তার প্রতিকার তো করো -

ফেরি- সন্যাসী যাতে বিশ্বাস করে সে তাই করছে -

ফটিক- তাহলে তোমার ওই মন দেওয়া নেয়ার যাদু মন্ত্রের কি হবে

ফেরি- হাঃ হাঃ । যাদু মন্ত্র ! এ হল জীবন পথে চলার দ্বন্দহীন - দীধাহীন এক মুক্ত ধারা ।...মনকে

আপন কর - দেখবে মনই বলে দেবে কোন পথে তোমায় চলতে হবে । এই হল সমাধানের উপায় -

(প্রস্থান উদ্দ্যত)

ফটিক- কোথায় যাচ্ছ ? নিশ্চয় ওদের কাছে যারা রাতের আঁধারে নিশি যাপন করে -

ফেরি ওরা নিশিযাপন করে একটু দুঃখ নিবরণের আশায় । ওদেরও আছে আশা ।

ফটিক তাদের আশার আলো জ্বালাতে পেরেছ কি ?

ফেরি- যাবে তুমি আমার সাথে ? দেখবে ওদের ওখানে - কেমন করে জ্বলে ওদের আশার আলো -। সে এক অপরূপ শান্তি-

ফটিক- মাথা খারাপ হয়েছে ? তুমি না করলে ঘর না করলে সংসার -ভালই আছ

ফেরি- কথায় বলে আমরা নাকি ভগবানের সন্তান-

ফটিক সে তো বটে

ফেরি কিন্তু কে কার সন্তান কেউ জানে না । তাই যে যার পছন্দ মত বাবা -মা, মানে ওই ভগবানকে ভাগাভাগি করে নিয়েছে।

ফটিক সে কি - ভগবানকে ভাগাভাগি করে নিল

ফেরি আর ওই ভাগাভাগ নিয়ে যত বিবাদ । আর বিবাদ থেকেই লড়াই । এটা অবশ্য মানুষেরই সৃষ্টি । এ হল তোমাদের সংসারর ।

ফটিক বেশ বলেছ - মানুষ ভাগাভাগি করে নিয়েছে ভগবানকে -ওই ভাগাভাগি নয়েই যত লড়াই । সেটাই আমাদের সংসার ।- বঃ - বেশ বলেছ

ফেরি ছার ওকথা । তোমার মেয়েটি বড় ভাল মেয়েগো -

ফটিক- একটা বিচ্ছু মেয়ে । কথায় কথায় বায়না ধরে আমাকে বিরক্ত করে

(বিরক্তির সাথে ফটিকের প্রস্থান ।
ফেরিওয়ালা মুহূর্তের জন্য তার পথ পানে চেয়ে আপন মনে বলে)

ফেরি- (জানান্তিকে) তোমার চোখে তুমি ওকে বিচ্ছু দেখছ আর আমি দেখি- এক কন্যা রূপী দেবি- তফাৎ শুধু দৃষ্টির । যাই দেখি ওখানে ওদের কি হাল -

(ফেরিওয়ালা প্রস্থান উদ্দ্যত । এমন সময় নেপথ্য থেকে
ভেসে আসে -খোল কর্তাল , কাঁসর ঘন্টা বাজার শব্দ । সাথে
সন্যাসীর শিষ্যের কণ্ঠে ভবঘুরের জয়ধ্বনী শোনা যায়)

ফেরি খোল কর্তাল বাঁজিয়ে -শিষ্যের আরম্বর ঘটিয়ে এমন আগমন কার ! ভাব দেখে মনে হচ্ছে এই সেই সন্যাসী , যার কথা ফটিক বলছিল। একটু সরে গিয়ে দেখা যাক ওদের রং রূপ -

(ফেরিওয়ালা সন্যাসীদের দৃষ্টি এঁড়িয়ে মঞ্চের এক কোনে দাঁড়ায় ।
সে মুহূর্তে নেপথ্য থেকে সন্যাসীর জয়গান করতে করতে প্রবেশ করে
সন্যাসীর এক শিষ্য)

শিষ্য- জয় হোক । জয় হোক বাবা ভবঘুরের - আসুন বাবা -

(নেপথ্যের বাজনা থেমে যায়)
(দু হাত উঠিয়ে আশীর্বাদ রত ভাবে প্রবেশ করে ভবঘুরে)

ভব- মঙ্গল হোক । মঙ্গল হোক যে যেথা আছে সবার -

শিষ্য আপনার পথ পরিষ্কার -গুরুদেব

ভব অতি উত্তম । অতি উত্তম

শিষ্য কিন্তু আমাদের পথ অপরিষ্কার

ভব পরিষ্কার করে বল শিষ্য । কোন খোভ বা অভিলাসা মনের মাঝে লুকিয়ে রাখা ভাল নয় । বলে -ফেল কি তোমার মনের অভিপ্রায় -

শিষ্য এখানকার কেউ ভিক্ষা দিচ্ছে না

ভব কি বলছ ? ভিক্ষা দিচ্ছে না !

শিষ্য সরি গুরু । ভিক্ষা নয় দক্ষিণা - দিচ্ছে না - মুখ ফসকে বেড়িয়ে গেছে -

ভব (উত্তেজিত ভাবে -নেপথ্যের দিকে চেয়ে) কই হে তোমরা একটু বাজাও তো -

(মুহূর্তের জন্য নেপথ্যে খোল, কর্তাল , কাসর-ঘন্টা বাজে)

ভব আঃ । মনটার একটু শান্তি হল । এমন শিষ্য যে দক্ষিণা আর ভিক্ষার তফাৎ বোঝে না

শিষ্য এমন ভুলটি আর হবে না ।এ কথা কিন্তু আপনি ভিন্ন অন্য কেউ শোনে নি ।

ফেরি (ম্লান হেসে) আমিও শুনি নি

ভব তুমি ? কে হে তুমি ? ওখানে বসে বসে কি করছ হে

শিষ্য আপনার মধুর বানী শুনছিলাম । আহা কি বিচার আপনার - জয় হোক আপনার

ভব জয় হো । জয় হো । কই হে তোমরা বাজাও

শিষ্য হ্যাঁ হ্যাঁ বাজাও

(নেপথ্যে খোল কর্তাল, কাঁসর ঘনটা বাজে)

শিষ্য আমাদের কথা সব শুনলেন -এবার আদেশ করুন গুরুদেব -

ভব- শিষ্যগন । তোমাদের সব অভিপ্রায়ের তথা অভিমানের কথা শুনলাম । বৎস এত সহজে ধৈর্য্যচুত হলে চলবে না । এ গ্রাম আমাদের কাছে যেমন নতুন তেমনই আমরাও গ্রামের মানুষের কাছে নতুন । তাই বলি শেখ -

শিষ্য শিখব ! কি শিখব গুরুদেব !

ভব জানতে শেখ । বুঝতে শেখ এ গ্রামের লোকদের । তাদের মধ্যে মিশে যাও তবেই দেখবে ওরা তোমাদের সাথে মিশে যাবে ।দেখবে তখনই অঝড়ে ঝড়বে দক্ষিণা -

ফেরি- বঃ বেশ বলেছ - মানুষের মাঝে মিশে যাও মানুষকে জান, মানুষকে আপন কর । কি উত্তম বিচার ধারা । মুগ্ধ হয়েছি আমি ।

ভব জয় হো - জয় হো । তোমরা বাজাও

শিষ্য বাজাও - বাজাও সবাই

(নেপথ্য খোল কর্তাল ইত্যাদি বাজে । ফেরি হাত তালি দিতে দিতে এগিয়ে যায় ভবঘুরের কাছে । নেপথ্যের বাজনা থামে)

ভব- পরিচয় না দিয়ে ফোরন কাঁটছ । তোমার ঔদ্ধত্ব দেখে অবাক হচ্ছি - তুমি কে শুনি ?

ফেরি- আমি । আমি হলাম চাল-চুলাহীন এক গৃহবাসী -

ভব- চাল-চূলাহীন আবার গৃহবাসী - । হাঃ - হাঃ -

ফেরি- হ্যাঁ । আমি ঘুরি গাঁয়ে গাঁয়ে আর মন নিয়ে ফিরি দ্বারে দ্বারে

ভব- হে বাছা মন নিয়ে থাকলেই কি পেটে জুটবে ? তাই আমার সুরে সুর মেলাও

ফেরি- কি তোমার সুর

ভব- বল - শুখ যদি চাও ভাগ্য বদলাও । ভাগ্য তোমায় শুখ দেবে , শুখের স্বপ্ন দেবে -

ফেরি- তুমি সন্যাসী । তুমি সাধনায় হয়েছ সাধক । মানুষকে তুমি দেখাবে সৎ জীবনের পথ । তবেইতো হবে তোমার জয় জয়কার

শিষ্য- গুরুদেব -আপনার জয় জয়কার হবে । জয় গুরুদেবের জয়

ভব- (আবেগে) (নেপথ্যের দিকে লক্ষ্য করে) - আহাঃ- কই হে তোমরা বাজাও-

(নেপথ্যে খোল কর্তাল কাঁসর ঘন্টা বাঁজে । পরমুহূর্তে নেপথ্যের বাজনা থেমে যায় ।)

ফেরি- আবার বাজনা ! আচ্ছা ? উনি থেকে থেকে বাজনা বাজাতে বলছেন কেন ?

ভব বল বল শিষ্য । বল -বাজনা কখন বাজে

শিষ্য গুরু যখন ভাব-আবেগে মেতে ওঠেন তখন উনি বাজনা শোনেন।

ফেরি- উনি কখন কখন ভাব- আবেগে মেতে ওঠেন

ভব- আঃ । প্রশ্ন নয় -

শিষ্য আমাদের বাবা প্রশ্ন করা পছন্দ করেন না । জয় বাবা ভবঘুরের জয়

ভব- থাক থাক । আর আমার গুনগান - গাইতে হবে না । অমি অনেক করেছি এবার তোমাদের পালা

শিষ্য আমাদের পালা !

ভব- আজ আমি তোমাদের এমন এক জ্ঞানের ভান্ডার দেব যার বলে তোমরা পূর্ণ সন্যাসীর সন্মান পাবে

শিষ্য এতে আমাদের ঝোলা ভরবে তো গুরুদেব ?

ভব- (বিরক্তিতে) ওঃ- । (ম্লান হেসে) -সাধারন মানুষের মত সন্যাসীদেরও থাকে ইচ্ছা বাসনা , প্রকাশ্যে সে বাসনা প্রকাশ নিন্দনিয় । প্রকাশ্যে সন্যাসীদের একটাই ধ্যান হবে -সবার মঙ্গল করা। আন্তরের কথা অন্তর্ধ্যানে করতে হয় -

(এমন সময় ফেরিওয়ালা এসে ভবঘুরের সামনে দাঁড়ায় ।)

ফেরি- জয় বাবা ভগবান

ভব একি আমার পথের সামনে এসে দাঁড়ালে কেন

ফেরি- আপনি মহান - আপনি ভগবান - তাই আমাকেও উদ্ধার করুন-

ভব উদ্ধার !

ফেরি যাবার আগে আমার উদ্ধার করুন -বাবা ভগবান

ভব- (রাগান্বিত ভাবে)- আঃ । এটা হচ্ছেটা কি ? কি চাই তোমার ?

ফেরি - একটু জ্ঞান ভিক্ষা চাই -

শিষ্য (অবাক হয়ে) জ্ঞান ভিক্ষা ! দেখেতো মনে হচ্ছ ব্যাটা পাকা ভিখারী

ফেরি- না না । আমি সে ভিখারী নই .। আমি অভাগা একজন । তোমাদের উনি সবাইকে জ্ঞান দেন কিন্তু জ্ঞান নেন না । আমি সবার জ্ঞান নিয়ে ফিরি দ্বারে দ্বারে আর বিলাই সবার মাঝে । তাইতো একটু জ্ঞান ভিক্ষা চাই

ভব- বাজে কথা না বলে আমার পথ ছাড়

ফেরি- যখন পেয়েছি তোমার মত ভগবানের দর্শন, তখন কি তার সান্নিধ্য ছাড়া যায় ? জয় বাবা ভগবান-

ভব- আমি ভগবান নই ।(উত্তেজিত)- শিষ্যগন । আমার পথ পরিষ্কার কর

ফেরি- সে পথ তো আপনি আগেই পরিষ্কার করে রেখেছেন

ভব- চোপ -। ও এ সব কি বলছে ?

ফেরি- আপনার গুনগান - জয় গান । - বাবা ভগবান

ভব- শুনেছি এ গাঁয়ে একজন ফেরিওয়ালা আছে । তার কাছে যাও না কেন ?

ফেরি- সে তো ভগবান নয়

ভব- তবে কি সে ? যাদুকর ?

ফেরি- বলতে পার । তবে সে জানে শুধু প্রেম আর ভালবাসার যাদু । সে এক মনের সাথে অন্য মনের সেতু বন্ধন করার যাদুকর । সেই সেতু-বন্ধন এনে দেয় জীবন পথে চলার নতুন ধারা

ভব- এটা পরিহাস । নির্ঘাৎ পরিহাস । মানুষের জীবন নিয়ে পরিহাস । আমাকে দেখ -আমি সবার ভাগ্য বদলাতে পারি । তাদের শুখ শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারি -

ফেরি- ওতে ভাগ্য বদলায় কিনা জানিনা তবে তোমার দক্ষিণার পরিমানটা বদলায়

ভব- স্বাভাবিক । এটাকে বলে দান দেও - দান পাও

ফেরি- যারা দক্ষিণা দিতে অক্ষম তাদের ভাগ্য বদল হবে না ? তাই না ভগবান বাবা ?

ভব- এই ছোকরা - সত্যি করে বলতো কি চাই তোর ?

ফেরি - মিলিব মিলাবো । এটাই আমি চাই

ভব- এটাই হবে তোর ভবিষ্যৎ অন্ধকারের কারণ

ফেরি - কি করে বুঝলে ?

ভব- আমি লোকের ভবিষ্যৎ পড়তে জানি

ফেরি আবার প্রয়োজনে ভবিষ্যত নষ্ট করতেও দ্বীধা করনা

ভব- (উত্তেজিত ভাবে) -ওঃ- অবান্তর কথা আমার পছন্দ নয় । শিষ্যগন- এগিয়ে চল-

শিষ্য যে আজ্ঞা গুরুদেব-

(শিষ্যকে নিয়ে প্রস্থান উদ্দত ভবঘুরে)

ফেরি- সে কি ? পালিয়ে যাচ্ছ নাকি ? গাঁয়ের লোকেদের মঙ্গল না করেই চলে যাবে

(ভবঘুরে দাড়িয়ে ফেরিওয়ালার দিকে ঘোরে)

ভব- বেশ । আমি তোমায় দিক্ষা দিতে রাজি আছে - তাতেই তোমার উদ্ধার হবে -

শিষ্য- এতে তুমি লোকের ভবিষ্যৎ পড়তে পারবে ।

ফেরি- এতে লোকের দুঃখ নিবারন হবে ? লোকের মুখে হাসি ফুটবে কি ?

শিষ্য এতে তোমার অনেক লাভও হবে -

ফেরি লাভ লোকসানের হিসাব আমি করি না -। সবার হাসিটুকুই আমার পাওনা । এর বেশি তো কিছুই চাই না

ভব -হা ঃ হাঃ -এরা উন্মাদ । এদের শিখিয়ে কোন লাভ নেই - চল অন্য কোথাও যাওয়া যাক

শিষ্য চলুন গুরু এখানে থেকে বৃথা সময় নষ্ট করা হবে

ফেরি- সন্যাসী । ত্যাগ স্বীকার আর সাধনায় সিদ্ধ লাভ করেই গেঢুয়া বসনের অধিকারী হয়েছ । কিন্তু কোথায় সে বসনের মর্যাদা - কোথায় লালসাহীন মানুষের মঙ্গল ? একি আমি ভুল দেখছি

ভব মহানদের মাহত্ব তোমাদের মত সাধারন লোক বুঝবে না । - তোমাদের ওই ফেরিওয়ালাও বুঝতে পারবে না-

ফেরি ফেরিওয়ালা গৃহবাসী নয় কিন্তু শুখের সন্ধানী - সেটাই সে বিলায় আর মিলায় -

ভব- ওই বেটা ফেরিওয়ালাই তোমাদের মাথা খেয়েছে । ওর দেখা পেলে বেটাকে -

ফেরি- হাঃ হাঃ । খোঁজ তাকে । একদিন নিশ্চয়ই তার দেখা পাবে । ঘরের হাড়িটা সামলে রেখো -দেখ ফেরিওয়ারালা আবার হাটে হাড়ি ভেঙ্গে না দেয় ।

ভব হুঁ ঃ-

ফেরি চলি - (ফেরিওয়ালা কাঁধের ঝোলাটাকে ঠিক করে ম্লান হেসে গুন গুনিয়ে গাইতে এক নজর ভব-র দিকে লক্ষ্য করে)

ফেরি- এসেছে ফেরিওয়ালা - নাইকো তার চাল-চুলা । বুঝলে গো ভবঘুরে বাবা । এসেছে ফেরিওয়ালা - হাঃ হাঃ -

(**হাসতে হাসতে ফেরিওয়ালার প্রস্থান ।**
ভবঘুরে বিচলিত মনে দাঁড়িয়ে থাকে ।)

ভব- ও কি বলে গেল ? -এসেছে ফেরিওয়ালা ?

শিষ্য- হ্যাঁ গুরুদেব

ভব- তার মানে - তার মানে ওই ফেরিওয়ালা । আর আমি বুঝতে পারলাম না

শিষ্য এই তোমরা বাজাও ।

ভব- চোপ । নিকুচি করেছে বাজনার -

২য়- এবার কি হবে গুরুদেব । তাহলে পালিয়ে যাই

ভব= (বিকৃত করে) - পালিয়ে যাই । মূর্খ কোথাকার ...(চিন্তিত ভাবে)- বেটাকে হাতের নাগালে পেয়েও বাগে আনতে পারলাম না ।ঠিক আছে -বেটা যাবে কোথায় ? আবার হবে দেখা । তখনই আমি ওর ভবিষ্যৎ পড়ে দেব । চল - ফেরিওয়ালার সন্ধানে -

(ভবঘুরে রাগান্বিত ভাবে প্রস্থান করে তাকে অনুসরন করে শিষ্য ।
নেপথ্য থেকে যন্ত্র সংগীতে গানের সুর ভেসে আসে - এসেছে ফেরিওয়ালা নেইকো তার চাল চুলা ....।
মঞ্চের এক প্রান্ত থেকে গুন গুনিয়ে গান গাইতে দ্রুত ভাবে প্রবেশ করে ফটিক)

ফটিক (গুন গুনিয়ে গান করে) - এসেছে ফেরিওয়ালা নেই তার চাল চুলা- ফেরিওয়ালা- !
(আপর দিক থেকে প্রবেশ করে ফতিমা । ফতিমার কাছে গিয়ে ফটিক ফতিমার আপদ মস্তক লক্ষ্য করে)

ফটিক আই বাপ - কি রেলা মেরেছিস

ফতিমা আহাঃ । এতে রেলা মারার কি হল । চোখের মাথা খেয়েছে ?

ফটিক আচ্ছা সব সময় তুই এমন ঝটকা মারিস কেন বল তো

ফতিমা মরণ । ভাসাটার কি শ্রী । ঘরে একটা মেয়ে আছে তার কথা ভেবেছ ?

ফটিক ওটা ভাবতে গেলেই সব হারিয়ে যায় । নইলে কি তুই -

ফতিমা সর সর আমায় রাস্তা দে । বাপটা রাতভর ডিউটি করে এখনও ঘরে ফিরল না সে চিন্তায় মরলাম তার উপর উনি এলেন মসকরা করতে । যা- যা-

ফটিক তার মানে হাবুলদা নাইট ডিউটিতে ছিল !

ফতিমা হ্যাঁ তাই

ফটিক (লালসার সাথে) তার মানে তুই রাতে একা ছিলি !

ফতিমা হ্যাঁ কাকু -

ফটিক ওঃ । সব মাটি করে দিলি ।এখানে কাকু এল কি করে !

ফতিমা বরে । তুমি বাবাকে কি বলে ডাক ?

ফটিক দাদা

ফতিমা তাহলে তুমি আমার কি হলে

ফটিক ওটাতো বাইরের ব্যাপার - আর এটা হ----

ফতিমা (রাগে) যাও তো নিজের ঘর সামলাও গিয়ে -

ফটিক ঘর ? ওই ঘরেতে মেয়ের বায়না আর বাইরে তোর মুখ ঝামটা । কোথাও গিয়ে শান্তি নেই

ফতিমা (বাইরের দিকে লক্ষ্য করে) ফেরিওয়ালা -

ফটিক কই কই ফেরিওয়ালা । ওকেই তো খুঁজছিলাম । ওই পারবে আমার মেয়ের বায়নার হাল সামলাতে । ফেরিওয়ালা -ফেরিওয়ালা -----

(ফটিক ফেরি-কে ডাকতে ডাকতে প্রস্থান করে)

ফতিমা বৌ মরা পাগল একটা - । ..... কিন্তু বাপুর আজ এত দেরী কেন হচ্ছে ? কোথায় খুঁজি -যাই দেখি কোথায় গেল-

(ফতিমা প্রস্থান উদ্দ্যত এমন সময় সামনে এসে দাঁড়ায় মন্ত্রীর পেয়াদা)

পেয়াদা (উল্লাসে) -এই যে পেয়েছি - স্যার

ফতিমা মানে !

পেয়াদা স্যার আসুন । পেয়েছি -

ফতিমা (বাইরের দিকে লক্ষ্য করে ডাকে) -ফেরিওয়ালা (কথার খেই ধরে প্রবেশ করে -মন্ত্রী)

মন্ত্রী ঠিক । ওই ফেরিওয়ালাকেই তো খুঁজছি । বলতো কোথায় পাব তারে

পেয়াদা (সুরে সুর মিলিয়ে) কোথায় পাব তারে

ফতিমা তোমরা কে হে ?

মন্ত্রী আমি মন্ত্রী ও আমার পেয়াদা

পেয়াদা (আহ্লাদে) আগে বডিগার্ড পরে পেয়াদা-

ফতিমা একটা বেহায়া -

পেয়াদা স্যার । ও আমাকে আদর করে কিছু বলল -

ফতিমা হ্যাঁ । এবার রাস্তা ছাড় - আমায় যেতে দেও

মন্ত্রী উঁ -হুঁ । তাই কি হয় । একবার যখন পেয়েছি তখন তার নিষ্পত্তি না করে তো ছাড়া যায় না

ফতিমা মানে !

পেয়াদা সহজ । ফেরিওয়ালা কোথায় আছে বলে দেও

মন্ত্রী ঠিক । বল বল ফেরিওয়ালা কোথায়

ফতিমা কে কোথায় আমি জানব কি করে ?

মন্ত্রী এত সুন্দর চেহারায় মিথ্যা বলা শোভা পায় না

পেয়াদা এবার তাহলে বলে দেও - কোথায় আছে ফেরিওয়ালা । নইলে তোমার রেহাই নেই

ফতিমা (চিৎকার করে)বা-পু-

মন্ত্রী আহা -আহা । ভয় পাচ্ছ কেন মা

ফতিমা মা !

মন্ত্রী হ্যাঁ। মা গো ।আমি তো তোমাদের সেবক। আমাকে ভয় কিসের। এবার বলতো কোথায় পাব তারে

ফতিমা ও তাই ।

পেয়াদা তাই তাই-

ফতিমা ওই যে ওই পুকুর পারে -

পেয়াদা কোন পুকুর পারে ?

ফতিমা ডান দিকের রাস্তার বা দিকের পুকুর পারে

মন্ত্রী বেশ লক্ষী মেয়ে । কেমন গর গর করে বলেদিল । চল হে পেয়াদা -

পেয়াদা চলে যাব !

মন্ত্রী (বিরক্তির সাথে)হ্যাঁ । - এখানে ডাল গলবে না - চলে এস (মন্ত্রীর প্রস্থান)

পেয়াদা চলি - বিদায়

ফতিমা (ধমক দিয়ে) চো-প । বেহায়া । - হুঁঃ -

পেয়াদা স্যার - । ও বকছে -

(পেয়াদার দ্রুত প্রস্থান)

ফতিমা এ্যাঁঃ- । এসেছিল ডাল গলাতে । দেবো গলাটা কেটে । চেন না আমায় ।- বেটা ।..... যত জ্বালা মেয়েদের । মেয়ে দেখলেই ...হুঃ- মরণ । ওদিকে আর বাপুর খোঁজ নেই - যাই

(প্রস্থান করে ফতিমা ।)

(নেপথ্যে হালকা সুরে যন্ত্র সংগীত বাজে) পরমুহূর্তে ফেরি আর হাবুল দুজনায় একে অপরের বিপরীত দিক থেকে প্রবেশ করে । দুজনার চেহারায় ক্লান্তির ছায়া ।)

ফেরি হাবুল চাচা - তুমি এসময়ে ঘরের বাইরে ?

হাবুল হ্যাঁ । আজ অফিসে একটু দেরী হয়ে গেল । তাতো হল তোমায় আজ এত ক্লান্ত লাগছে যে

ফেরি ও কিছু না ।

হাবুল শুনেছি নাকি আজকাল গ্রামে শহুরে লোক জনের আনাগোনা খুব লেগেছে । শুনলাম এক সন্যাসী নাকি এসে সবার ভাগ্য বদলাচ্ছে

ফেরি হাঃ হাঃ - ভাগ্য বদলাচ্ছে ! ওরা গাঁয়ের মানুষকে বিভ্রান্ত করে তুলছে ।

হাবুল বুঝেছি । ওটাই তোমার বিচলিত হবার কারণ -

ফেরি ও কিছু না । শোন - এত দেরী করলে ফিরলে তোমার কন্যা হয়ত খুঁজতে বেড়িয়ে পরেছে -

হাবুল আর বোল না । একটু দেরী হলেই হৈ হৈ কান্ড বাঁধিয়ে দেয়

ফেরি সংসারে তো আছ দুটি প্রান - একজনের অনুপস্থিথিতে অন্যজনতো বিচলিতচো হবেই । এটাইতো মায়ার বন্ধন -

হাবুল না ঘর । না সংসার তবু সংসারের মাহত্বকে বেশ ব্যাখ্যা কর -

(এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করে ফতিমা ।)

ফতিমা তাইতো ভাবি - বেলা গড়িয়ে যায় তবু বাড়ি ফেরার নাম নেই কেন ? ফেরিওয়ালা যে সাথে আছে

হাবুল এই -আস্তে বল

ফতিমা- কেন ? আস্তে বলব কেন ? নাইট ডিউটি করে কোথায় একটু সকাল সকাল বাড়ি ফিরে বিশ্রাম করবে তা না দুনিয়ার সবার সাথে মনের কথা বলা হবে তারপর বাড়ি ফিরবেন ? বাড়িতে যেন আর কেউ নেই -

হাবুল- চুপ । চুপ কর বেটি -

ফতিমা- কেন চুপ করব ?

ফেরি- মেয়েকে এবার বিয়ে দাও গো চাচা । অনেক বড় হয়েগেছে -

ফতিমা- কেন ? বড় হয়েছি বলে আমাকে নিয়ে বাপুর এত জ্বালা

হাবুল- দেখেছ । কি সব বলে

ফতিমা- কেন বলব না ? যখন তখন বলবে এটা করিস না ওটা করিস না । কেন ? মেয়ে বলে ?

হাবুল- গাঁয়ের পাঁচ ঘরের পাঁচ কথা আবার পথে ঘাটে চ্যাংরা ছেলেদের উৎপাৎ- কোন দিকে যাই বলত

ফতিমা- তোমায় কোন দিকে যেতে হবে না । মেয়েদের দেখলে যাদের লালসা বাড়ে তাদের টাইট দিতে আমি জানি । হ্যাঁ । পালাতে শিখিনি -

হাবুল সমাজ মানে না

ফতিমা ও সমাজ আমার চাইনা -

হাবুল শোন শোন মেয়ের কথা শোন

ফতিমা এ সমাজ থেকে কি পাই ? শুধু যাতনা আর প্রবঞ্চনা ।- চাইনা । চাইন আর যাতনা-প্রবঞ্চনা । - চাই একটু জীবন-যাতে একটু হাসি - একটু খুশি -

হাবুল বেটি -

ফেরি হাবুল চাচা ওকে বলতে দাও -নইলে মেয়েটা মনের জ্বলায় গুমরে মরবে

হাবুল মেয়ের বিয়ে দেব তাও হয়ে উঠছে না

ফেরি সেখানে বাঁধা কোথায় ?

হাবুল নুন আনতে পান্তা ফুরায় - তা বাকী সরমজ্ঞাম করব কি ভাবে । এর ওপর ওনার যা বায়না -

ফেরি- তাই বুঝি । কি বায়না তোমার মেয়ের ?

ফতিমা- আমি বলছি -কোন যৌতুক থাকলে সেখানে বিয়ে করব না

ফেরি- কিন্তু এখন সমাজে এটাই চলন

ফতিমা- আবার সেই সমাজ

ফেরি মন না চাইলেও কখনও কখনও মনকে মানিয়ে নিতে হয় -। তাছাড়া যৌতুক নিলেই যে বৌ এর প্রতি অত্যাচার হবে এটাও ঠিক নয়

হাবুল- কে ওকে বোঝাবে বলো ?

ফেরি- আমি বোঝাবো -

ফতিমা- এ্যাঃ-এলেন আর একজন । সারা গা ঁকে বোঝাবার ঠেকা নিয়েছেন উনি অথচ নিজের বেলা ফক্কা

হাবুল- এমন ভাবে কথা বলছিস কেন ?

ফতিমা- পিরিতের কথা আর সয় না । স্কুলটাকে পাড় করতে দিল না -কারণ -বয়স হয়েছে ।বয়স হয়েছ অথএব ঘরে বন্দি হয়ে থাক নইলে সবার নজর লাগবে । মেয়ে বলেই কি যত বাঁধা । এটাকি শুনি ?

হাবুল- সমাজটাও তো তেমন- মেয়েদের অসহায় বুঝলেই ছোবল মারার চেষ্টা করে -

ফতিমা- তাতে কি আমি ডরাই নাকি ?- এমন হলে- দেব সব কটাকে কসিয়ে দু ঘা । সব শালার টনক নড়িয়ে দেব । হ্যাঁ -। চল এবার ঘরে চল -

হাবুল- দেখেছ । দেখেছ মেয়ের কথার কি শ্রী

ফেরি- চাচা । ফতিমা কিন্তু একেবারে অন্যায় বলে নি । মেয়ে হয়েও যে সাহস ওর আছে তাকে বাবহবা জানাই

হাবুল- ঘরের আগুন দ্বিগুন করে দিলে ফেরি-

ফতিমা- বাপুকে বোঝাও । বাপুটা আমার এক নম্বর ভীতু

হাবুল- মেয়ের বদনাম হলে কেউ কি বিয়ে করবে ?

ফতিমা- না করুক । সারা জীবন বাপুর সেবা করব তবু দাসী হয়ে থাকতে পারব না । ...মাকে হারিয়েছি সেই কোন কালে । বাপু আমার একা একা সব সামলে আমাকে বড় করেছে । আর বাপুর জন্য আমি একটু কিছু করতে পারব না

ফেরি- যেমন তোর কর্তব্যের কথা ভাবছিস তেমনই মা বাবারও কর্তব্য মেয়েকে উপযুক্ত সময়ে উযুক্ত পাত্রে সম্প্রদান করা । এটা কেন বুঝিস না ?

ফতিমা- তাই বলে মেয়েদের ভবিষ্যৎ নিয়ে -ছিনিমিনি খেলবে ?

ফেরি এর জন্য আমাদের রূখে দাঁড়াতে হবে

ফতিমা এলেন উঁট পাহারের নীচে -

হাবুল ফেরির সাথে তো এমন কথা বলিস না । ও আমাদের সবার মঙ্গল কারক

ফেরি- স্রষ্টা যেমন সৃষ্টি করেছেন তিনিই করবেন রক্ষা ।

ফতিমা- তোমাদের ভগবান কি বলেছে যে মেয়েদের কম শিক্ষা বা চেহারায় লালিত্যের অভাবকে যৌতুকের হাতিয়ার করে মেয়ের বাপ-মাকে নিঃস্ব করে নিতে ? তারপর সুযোগ বুঝে বৌ এর হত্যা । সে হত্যা আক্ষ্যা পাবে নিছক আত্মহত্মা । বল বল এর উত্তর কি ?

ফেরি তাতো আমি বলিনি

ফতিম ওরা পরিষ্কার করে বললেই পারে -টাকা দেও । ভিক্ষা নিতে এসেছি ।ভিক্ষা পেলেই মেয়েকে নেব

হাবুল ওর সাথে কথায় পারবেনা

.ফতিমা আমায় তোমরা ভুল বুঝনা বাপু । .... আমিও এক নারী । নারীর নারীত্ব লাভের স্বপ্ন আমিও দেখেছি । তাই বলে কি অন্যায় অবিচারের স্বীকার হতে হবে ? .....স্বামীর সোহাগ না হয় নাই বা পেলাম । নাই বা হলো বিধাতার বিধির পালন-

(বলতে বলতে ফাতিমার চোখে জল আসে , হাবুল মেয়ের কাছে এগিয়ে গিয়ে তার মাথায় হাত বোলায় । ফতিমা জল ভরা চোখে বাবার দিকে চেয়ে অভিমানে কেঁদে বাবার বুকে মাথা রাখে। হাবুলের চোখেও জল দেখা দেয় ।)

হাবুল- চল মা ঘরে চল । এই অধম বাপুকে ক্ষমা করে দিস মা ।

ফতিমা- বা-পু - *(ফতিমা কান্নার সাথে হাবুলকে শক্ত করে ধরে ।)*

হাবুল- চল । বাড়ি চল মা -

(ফতিমা বাপুর বুক থেকে মাথা সরিয়ে হাবুলের এক হাত ধরে মাথা নত করে এগিয়ে যায় । ফতিমা আগে , হাবুল তার পিছে । একটু এগিয়ে হাবুল ঘার ঘুরিয়ে ফেরিওয়ালার দিকে অশ্রুভরা চোখে চায় ।)

হাবুল- চললাম ফেরি । আবার তোমার কাছে আসব

(হাবুল আর ফতিমা হাত নাড়িয়ে বিদায় জানালে ফেরিওয়ালাও হাত তুলে ওদের অভিনন্দন জানায় ।)

ফরি- সবই স্রষ্টার সৃষ্টি । সে সৃষ্টির বাঁধন তারই হাতে । তিনি যেমন চালান সবই তেমন চলে । বাকী সবাই নিমিত্ত মাত্র । ফতিমা তোমর লড়াইয়ে জয়ী হও এই কামনা করি । পূর্ণ হোক তোমার মন বাসনা -

(মঞ্চের আলো নিভে যায় । পরমুহূর্তে আলো জ্বললে দেখা যায় মঞ্চের এক কোনে ভাবুক মনে দাঁড়িয়ে ফটিক)

ফটিক (ভাবুক মনে) যাই তো যাই কোথায় । ঘরেতে মেয়ের তাড়া বাইরে ফেরির নাই দেখা । দূর। আর ভাল লাগে না - এ জীবনে একটু শান্তির মুখ দেখলাম না

(ফটিকের কথার খেই ধরে প্রবেশ করে সন্যাসী ।)

সন্যাসী দেখবে - নিশ্চয়ই শান্তির মুখ দেখবে

(দ্রুত ভাবে প্রবেশ শিষ্য)

শিষ্য আপনি এখানেই অবস্থান করুন গুরুদেব -

ফটিক আপনারা কে গুরুদেব !

শিষ্য উনি আমার গুরু, আমাদের গুরু, তোমারও গুরু । এক কথায় সবার গুরু -ভাগ্য বিধাতা

ফটিক বুঝেছি । তোমরা সেই সন্যাসীর দল

সন্যাসী তুমি বুঝি ফেরিওয়ালার দলের

ফটিক এ্যাঁ ! (জানান্তিকে) এই সুযোগে কিছু এঁটে নেওয়া যাক -

সন্যাসী কি হল উত্তর দিলে না যে

ফটিক না না । তা কেন হবে

সন্যাসী কেন হবে না ?

ফটিক ফেরিওয়ালা মন ভোলাতে পারে কিন্তু তোমরা ভাগ্য বদলাতে পার । একথা আমি শুনেছি । আমি তোমার দলে ।

শিষ্য কি করে বুঝব

ফটিক জয় গুরুদেবের জয়

সন্যাসী (নেপথ্যের দিকে লক্ষ্য করে) কই তোমরা বাঁজাও

(নেপথ্যে খোল কর্তাল আর কাসর ঘন্টা বাজে)

ফটিক একি তোমাদের সাথে বাজনাও আছে ? তোমরা কি তবে সার্কাসের লোক ?

সন্যাসী শিষ্য । ওকে মুখ বন্ধ করতে বল

শিষ্য ওই । মুখ বন্ধ রাখ

ফটিক মুখ বন্ধ রাখলে কথা বলব কি করে ।

শিষ্য কি কথা । আগে আমাকে বল - আমার পছন্দ হলে সেটা পাস করে দেব গুরুদেবকে

ফটিক তোমার পছন্দ হবেই - তাহলে বলি

শিষ্য আরে বাবা বল না

ফটিক (ইতস্তত করে) তোমরা - আমার ভাগ্য বদলে দেবে !

শিষ্য গুরু পেয়েছি - আসল । নকল নয় -

সন্যাসী তোর ফেরিওয়ালা তোকে কিছু বলবে না

ফটিক এ্যাঁ -। ধুর ওর সাথে কি সম্পর্ক ? ওকি ভাগ্য বদলাতে জানে ?

সন্যাসী পেয়েছি - পেয়েছি একজন যে ফেরিওয়ালার বিরুদ্ধে

ফটিক না না । বিরুদ্ধে না

সন্যাসী মানে ?

ফটিক মানে - ওকে বলবই না । তুমি আমার ভাগ্য বদলে দাও । ব্যাস একবার বড়লোক হয়ে নি তারপর -

সন্যাসী পেয়েছি । একেবারে খাটি লোক পেয়েছি - শিষ্য

শিষ্য বলুন গুরুদেব

ফটিক আঃ - দেরী করছ কেন - তাড়াতাড়ি ভাগ্যটা বদলে দাও তো

সন্যাসী এত ব্যাস্ত হবার কি হয়েছে -

ফটিক যদি ফেরিওয়ালা এসে যায়

সন্যাসী কিন্তু ভাগ্য বদলাবার আগে একটু আধটু নিয়ম মানতে হয়

ফটিক যে নিয়ম হোক আমি মানতে রাজি

শিষ্য গুরুদেবের প্রাপ্য দক্ষিণাটা আগে দেও

ফটিক দক্ষিণা !

শিষ্য হ্যাঁ । তাই । ভাগ্য বদলিয়ে বড়লোক হবে আর গুরুর দক্ষিণাটা দেবে না তাকি হয় ?

ফটিক দক্ষিণা - মানে ঘুস ?

সন্যাসী খবরদার । ঘুস আর দক্ষিণার তফাৎ কি এক হল ? শিষ্য -

শিষ্য এতে গুরুকে অপমান করা হল । গুরু রেগে গেলে -

ফটিক অভিশাপ দেয় তাইতো ?

সন্যাসী ক্ষমা নেই ওর

ফটিক এইতো এখানেইতো তোমার আর ফেরিওয়ালার তফাৎ । ফেরিওয়ালা রাগ করে না - ক্ষমা করে , দেয় - কিন্তু নেয় না -

সন্যাসী এরা সব বেইমান । ফেরিওয়ালা এদের মাথা খেয়ে রেখেছে

ফটিক তুমিতো মুন্ডু খেতে এসেছ । আমি সবাইকে বলব -সন্যাসী ঘুস চায় -

সন্যাসী না ঘুস না - দক্ষিণা

ফটিক না । ওটা ঘুস

সন্যাসী দক্ষিণা -

ফটিক ঘু - স

শিষ্য চো-প -

ফটিক চো -প -

শিষ্য গুরদেব - কেটে পড়ুন । চলুন-

সন্যাসী সেই ভাল । অন্য কোথাও চল

ফটিক যাও যাও

(সন্যাসী আর তার শিষ্য বিদায় নেয়)

ফটিক যেখানেই যাবে সেখানেই পাবে -'একই সুত্রে বাঁধিয়াছি সহস্র জীবন ।'- হাঃ হাঃ -

(মঞ্চের আলো কমে যায় । ফটিক বিদায় নেয়। নেপথ্য থেকে যন্ত্র সংগীতে শোনা যায়- একই সুত্রে বাঁধিয়াছি সহস্র জীবন ...বন্দে মাতরম'। মঞ্চের বিকালের আলো জ্বলে । প্রবেশ করে ফতিমা)

ফতিমা এখানেও নেই ফেরিওয়ালা ! ফেরিওআয়ালাকে না পেলে দেবীর বই এর বায়না কেমন করে মেটাব। কি যে করি এখন (বাইরের দিকে চেয়ে) ওইতো ফেরিওয়ালা -

ফেরিওয়ালা - এই যে এদিকে -

(প্রবেশ করে ফেরিওয়ালা । ফতিমাকে দেখে হতবাক ফেরিওয়ালা)

ফেরি- ফতিমা - তুমি । এখানে এ সময়ে !

ফতিমা- তুমি তো ঈদের চাঁদ হয়েছে

ফেরি- না না তা কেন । আসলে কি জান মাঝে মাঝে কোথায় হারিয়ে যাই তাই বুঝতে পারি না

ফতিমা- সব সময় হারিয়ে গেলেই চলবে ? নিজের কথা একটু ভাবতে হবে না ?

ফেরি লোকের দ্বারে দ্বারেই আমার ঠিকানা । তার আবার ভাবাভাবির কি আছে

ফতিমা কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে কেউ তোমায় আপন ভাবে

ফেরি- এই অভাগা চাল-চুলাহীনকে কে আপন করবে

ফতিমা- মনের বিচার চাল-চুলায় হয় না । মনের বিচার তো মন করে । সে মানে না অন্য কিছু -

ফেরি- বেশ বলেছ - মনের বিচার মন করে । আমি ফেরি করি মন , বন্ধনের কিছুই বুঝি না

ফতিমা- মনটা বড়ই অবুঝ । কোন অজান্তে ঘটে যায় সেই অবুঝ মনের বন্ধন কেউকি তা জানে । আর মনের সে মিলন হয় তীর্থ সমান -

ফেরি- বেশ বলেছ । অজান্তে ঘটে যায় মনের মিলন - সে মিলন যে তীর্থ সমান

ফতিমা- সে তীর্থে হয় জীবন পারাপার । নতুন ধারায় গাথা হয় আর এক ধারা । এটাইতো রীতি, এটাইতো সৃষ্টি -

ফেরি ফতিমা !

ফতিমা তুমিই তো বলেছিলে প্রত্যেক মানুষের থাকে স্বপ্ন - ছোট্ট একটা ঘর হবে , হবে ছোট্ট শুখের নীর -এটাকে অস্বীকার করতে পার ? বল বল ফেরিওয়ালা -বল

(কথাটা বলতে বলতে ফতিমা আবেগে ফেরিওয়ালার হাত সজোরে ধরে । ফেরিওয়ালা অবাক দৃষ্টে ফতিমার দিকে চেয়ে থাকে । মুহূর্তের মধ্যে ফতিমা লজ্জিত ভাবে দূরে সরে দাঁড়ায়)

ফতিমা- আমি ...আমি আবেগে ব্যাকুল হয়ে গিয়েছিলাম ফেরি ...

ফেরি- আবেগে ব্যাকূল হয়েগিয়েছিলে ! কেন -!

ফতিমা- সে তো বিধাতাই বলতে পারবেন । এটা যে তারই সৃষ্টি - এটাই ধর্ম -নারী পুরুষের বন্ধনের ধর্ম

ফেরি- (ভাবুক) নারী-পুরুষের বন্ধনের ধর্ম ! তারই ব্যাকূলতার আবেগ !

ফতিমা- এ আবেগে মনের সাথে মনের মিলন ঘটে । সে আবেগে চাওয়া-পাওয়া ঘর বাঁধে । তুমি কি বুঝতে পার না সে আবেগের আহ্বান কে ।-

ফেরি- ফেরিওয়ালার আবার কিবা আবেগ কিবা আহ্বান । আমি ফেরি করি - এ ভিন্ন কিছুই জানিনা যে

ফতিমা- শুধুই কি ফেরি করার দোহাই দিয়ে পালিয়ে থাকবে -

ফেরি- পালিয়ে থাকব ? কেন । ফতিমা আমি যে তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না -

ফতিমা- সময় এসেছে বোঝার । মনের ব্যাকুলতাকে উপলবদ্ধি করার । অন্য মনের অসফল স্বপ্নের যন্ত্রনাকে - কবে বুঝবে । বল বল ফেরি -

(বলতে বলতে ফেরিওয়ালার হাত ধরে ঝাকুনি দেয়)

ফেরি- ফতিমা -!

ফতিমা- হ্যাঁ ফেরি - ।.মানে .....ফেরি-ওয়ালা

ফেরি- নতুন নামেই যদি ডাকলে তবে কেন সেই পুরাণ নাম কেন আবার ! - 'ফে-রি' । বঃ। বেশ ভাল লাগল শুনতে । ফতিমা -ওই নামে আর একবার ডাকবে । ডাকবে -আবার ওই নামে -কি মধুর ডাক । ও ডাকে মনটা যেন কোথায় হারিয়ে যায় । - ডাক ডাক ফতিমা

ফতিমা- ফে-রি ----

ফেরি- ফে-রি- । আঃ-এ নামে আছে মনের মিলনের গভীরতার ডাক - এ কণ্ঠে আছে -অন্তরের আহ্বান। - ফতিমা -, আমার মন ভমরা যেন ডানা মেলে দিতে চায় - শূন্যের পানে -

ফতিমা- ফে-রি । ফে-রি- -

ফেরি হ্যাঁ ফতিমা । ডাক ডাক - মন ভরে ডাক ওই নামে -আমি অজ হারিয়ে যেতে চাই -

ফতিমা ফে--রি- --

ফেরি (সুরে সুর মিলিয়ে) ফে - রি -

(ফতিমা আর ফেরি আবেগে হারা হয়ে 'ফেরি' নামে ডাকতে থাকে । ওদের দুজনার কণ্ঠে ফেরি ডাক যেন হাওয়ায় হারিয়ে যায় । ফেরিওয়ালা আবেগে বিভোর হয়ে শূণ্যের পানে চেয়ে মঞ্চের এক পাশে গিয়ে স্থীর হয়ে দাঁড়ায় । ফতিমাও আপনহারা হয়ে স্থীর হয়ে দাঁড়ায় । মঞ্চের আলো ধীরে ধীরে কমে চাঁদের রাতের অল্প আলো জ্বলে ।)

(-নেপথ্য থেকে হাল্কা ভাবে ভেসে আসে -স্তোত্র পাঠের ভঙ্গীমায়- সত্যম্ জ্ঞানম সুন্দরম্ ...সত্যম্ জ্ঞানম্..। মঞ্চে তখনই সামান্য আলো)

ফতিমা- ফে - রি - । ফেরি তুমি কোথায় । আমি তোমায় দেখতে পাচ্ছি না কেন !

ফেরি- হারিয়ে গেছি এক নতুন দিগন্তে -

ফতিমা নতুন দিগন্তে -! শুক- শারীর দেশে । আমাকেও নিয়ে চল তোমার সাথে

ফেরি নাঃ । না ফতিমা নাঃ-

ফতিমা না কেন !

ফেরি এ জগতের সব কিছু যেন আমায় তাড়া করছে -। ফিরে যাও ফতিমা

ফতিমা তা হয় না-ফেরি

ফেরি আমি যে দিশাহীন হয়ে যাচ্ছি

ফতিমা- আমি দিশারীর সন্ধান পেয়েছি

ফেরি- এ পথে আমার হৃদয়ের স্পন্দন স্তিমিত হতে চলেছে । এ থেকে আমি মুক্তি চাই । আমি সবার মাঝে হারিয়ে যেতে চাই । তুমি ফিরে যাও । ফিরে যাও ফতিমা -

ফতিমা- ফেরি - ..!

ফেরি- হ্যাঁ ফতিমা । ওই দেখ বইছে ঝড়ো হাওয়া । ধেয়ে আসছে ঘন কালো মেঘের দল । আসছে প্রলয় । তুমি কি শুনতে পাচ্ছ না সে সংকেত ? যাও যাও তুফানে হারিয়ে যাবার আগে ফিরে যাও - ফিরে যাও নিজের পথে -

(সে মুহূর্তে সনসনিয়ে হাওয়া বওয়ার শব্দ শোনা যায় । মুহূর্তের মধ্যে সব থেমে যায় । ফতিমা ক্লান্ত মনে পরিশ্রান্ত ভাবে মঞ্চের এক কোনে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে থাকে । মঞ্চের অপর কোনে শূন্যের পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে । মঞ্চের সব আলো জ্বলে । ফেরি ধীর কণ্ঠে ফেরি বলে -)

ফেরি প্রকৃতি শান্ত হয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে যাও তুমিও ফিরে গিয়ে বিশ্রাম কর - মনে শান্তি ফিরে আসবে -

(ফতিমা তরিৎ বেগে ফেরির দিকে চায় । ফেরি মাথা নত করে দাঁড়িয়ে থাকে । মুহূর্তের মধ্যে ফতিমা নিজেকে শান্ত করে নিয়ে বলে)

ফতিমা- বেশ আমি চল্লাম । যাবার বেলায় একটা কথা বলে যেতে চাই ।ফেরিওয়ালারও একটা মন আছে যা অন্য মানুষ থেকে ভিন্ন নয়

(কথাটা বলে পলকহীন ভাবে একবার ফেরিওয়ালার দিকে চেয়ে ফতিমা বিদায় নেয় ।)

ফেরি- ফতিমা - । চলে গেল ।... তুমি ঠিক বলেছ ফতিমা -ফেরিওয়ালারও একটা মন আছে সে মন অন্য মানুষ থেকে ভিন্ন নয় ।এই ভবের এইতো লীলা - 'অকূল গাঙ্গে মন ভাসাইলাম জোয়ার ভাটার টানেরে জোয়ার ভাটার টানে .... '।

(দীর্ঘশ্বাষ নিয়ে বিদায় নেয়) । .....

(মনের ক্লান্তিতে পরিশ্রান্ত হয়ে কাঁধের ব্যাগটা ঠিক করে ফেরিওয়ালার প্রস্থান ।

(নেপথ্যে তখন লোকগীতি সুরের গান - 'পানসা জলে পানসি ভাসে মেঘ ভাসে আসমানে -অকুল গাঙ্গে মন ভাসাইলাম জোয়ার ভাটার টানেরে জোয়ার ভাটার টানে .....'শোনা যায় ।

(ফটিক মনের খুশিতে গুন গুনিয়ে গান গাইতে প্রবেশ করে)

ফটিক ভোট দিয়ে যা আয় ভোটারা - যা এখানে কেউ নেই - ওই তো হাবুল চাচা যাচ্ছে -হাবুল চাচা-ও হাবুল চাচা - শোন এদিকে এস -

নেঃ হাবুল আসছি গো আসছি -

ফটিক যা একটা খুশির খবর শোনাব শুনতেই তাক লেগে যাবে

(প্রবেশ করে হাবুল)

হাবুল বল কি বলছিলে

ফটিক সামনে ভোট । তা নিশ্চয়ই শুনেছ

হাবুল ওতে আমাদের কি যায় আসে

ফটিক আসবে আসবে এবার আসবে

হাবুল কেমন করে ? কেউ কি যাদুর ছড়ি পাচ্ছে নাকি

ফটিক আমি পেয়েছি

হাবুল তু-মি -

ফটিক হ্যাঁ । আমি ভোটে দঁড়াচ্ছি

হাবুল সে কি ? এ ভিমরতি কেন হল ?

ফটিক ভিমরতি কেন বলছে । বল শোনায় সোহাগা হয়েছে । ভোটে জিতব -আমার নিজের আর তোমাদের সবার দিন ফিরিয়ে দেব

হাবুল অত আকাশ কুসুম স্বপ্ন দেখ না । তুমি ভোটে দাঁড়াচ্ছ ফেরিওয়ালা জানে ?

ফটিক ওটাইতো এখনও পাকা হয় নি । তুমি এমটু আমার হয়ে বলবে

হাবুল আমি চলি-

ফটিক ও আমার সুদিনে তোমরা মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছ

হাবুল আমার যে এখন দুর্দিন চলছে

ফটিক কেন কেন ? আমায় বল কি করতে হবে - আর দুদিন পরেতো মন্ত্রী-সন্ত্রী - বল বল কি তোমার

হাবুল ফতিমাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছএ না

ফটিক কেন ওই সকাল বেলা তোমার খোঁজ করছিল - এখন তুমি ওর খোঁজ করছ । বেশ আছ তোমরা- বেটি খোঁজে বাপ কে আর বাপ খোঁজে বেটিকে । যাই দেখি আর কার দেখা পাই - ভোট এসে গেল -

(হাবুল নীরবে প্রস্থান করে)

হাবুল - আমি আছি আমর জালায় আর উনি ভোট নিয়ে মেতে আছেন । যতঃসব । মেয়েটা যে কোথায় গেল । কোথায় পাই ওকে । সেই কখন বেড়িয়েছে- । কোথায় যে খুঁজি -

(হাবুল নিরাশার সাথে প্রস্থান উদ্দ্যত হয় এমন সময় নেপথ্য থেকে বলতে বলতে প্রবেশ করে পেয়াদা)

নেঃ পেয়াদা- সরো সরো ভিড় হাঠাও - দেখছ না হবু মন্ত্রী আসছে । সরে যাও-

(হাবুল কিমকর্তবিমুঢ় হয়ে এক পাশে সরে দাঁড়ায় । প্রবেশ করে পেয়াদা)

পেয়াদা জুগ জুগ জিও রাঘব মন্ত্রী । জুগ জুগ জিও -। স্যার এবার আসুন সব পথ পরিষ্কার

(হাত নেড়ে জনতাকে স্বাগত জানাতে জানাতে প্রবেশ করে মন্ত্রী- রাঘব চন্দ্র । মন্ত্রী প্রবেশ করে থমকে দাঁড়ায়)

মন্ত্রী- কে ওখানে দাঁড়িয়ে ? ফেরিওয়ালা না ! ও ফেরিওয়ালা ভাই -

(ফেরিওয়ালা মন্ত্রীর ডাকে সারা না দিয়ে ভাবুক মনে দঁড়িয়ে থাকে)

পেয়াদা- এই যে ফেরোয়ালা ভাই - দেখা হয়ে আনন্দ হল

হাবুল কে !

মন্ত্রী- আমি । আমি সেই যে -সেই মন্ত্রী গো । মানে হই নি তবে হব তাই ওরা হবু মন্ত্রী বলে-হাঃ হাঃ

পেয়াদা ইনি রাঘব-বোয়াল দুই ভাই এর বড় ভাই - রাঘবচদ্র - আমাদের ইনিই আমাদের হবু মন্ত্রী -

মন্ত্রী তুমি আমায় চিনতে পারছ না ফেরিওআয়ালা ?

(হাবুল ভাবুক মনে দাঁড়িয়ে থাকে)

পেয়াদা- সবাই মন্ত্রীকে কাছে পাবার জন্য ছটফট করে আর তুমি মন্ত্রীকে কাছে পেয়েও দূরে রয়েছ

হাবুল- কেন কেন কাছে পাবার জন্য ছটফট করে কেন ?

যুবক- মন্ত্রীকে কাছে পেলে ধনে -বলে ধনী হওয়া যায়

ফেরি- আগে মন্ত্রী হোক তবে না হয় ধনে-বলে ধনী হওয়া যাবে । বুঝলে হে - কি যেন নাম তোমার ?

পেয়াদা পেয়াদা -

হাবুল পেয়াদা মশাই । আসলে তোমাদের ওই ধনে বলে ধনী হওয়া আমার বিবকে সায় দেয় না

পেয়াদা বিবেক-টিবেক দিয়ে আমাদের জগৎ চলে না

হাবুল কেন তোমাদের জগতে কি মানুষের বাস নেই বুঝি ?

মন্ত্রী- আহঃ- কি হচ্ছেটা কি । তুমি মনে কিছু কোরনা ফেরিওয়ালা ভাই - আসলে ও আমার বডিগার্ড কাম পেয়াদা তো তাই একটু বেশি বলে -

হাবুল- দেখুন তো আপনি একজন হবু মন্ত্রী অথচ আমাদের এই গরীব খানায় দাঁড়িয়ে আছেন । ছিঃ ছিঃ আমার খুব খারাপ লগছে

মন্ত্রী- এতে খারাপের কি আছে । মন্ত্রীদের এসব করতে হয় ।(চারিপাশে লক্ষ্য করে) -আসলে আমি ভাবছি এই গ্রামটার একটু উন্নতি করা প্রয়োজন -

হাবুল - করবেন ! করবেন এ গাঁয়ের উন্নতি ? আপনাদের একটু সহানুভুতিতে সবার অনেক উন্নতি হবে । বিনিময়ে ওরা সবাই প্রান ভরে আপনার মঙ্গলের প্রার্থনা করবে

পেয়াদা তাতে মন্ত্রীর কি লাভ হবে

হাবুল কি জান । লাভ-লোকসান দিয়েই কি সব কিছুর বিচার হয় ? মানুষের মঙ্গল কি সব লাভের উর্দ্ধে নয় । আগে মানুষ তারপর দেশ ।-

মন্ত্রী- বঃ বেশ বলেছ ফেরিওয়ালা । তুমি হবে আমাদের আগামী দিনের দেশ নেতা -

হাবুল বেশ - ফেরিওয়ালাকে বলে দেব

মন্ত্রী মানে । তুমি ফেরিওয়ালা নও !

হাবুল না । আমি হাবুল মিয়া

পেয়াদা দেখেছেন স্যার - এতক্ষণ ঘাপটি মেরে ছিল - বেটা

হাবুল চো-প । ভদ্রভাবে কথা বল । আমি তোমার বাপের বয়সী

মন্ত্রী- আহা চোটছেন কেন । ও তো ছেলেমানুষ । কি জানেন ফেরিওয়ালা আর আপনি কেউ আমার কাছে ভিন্ন নয় আসলে এই গাঁয়ের প্রতি আমার নারীর টান আছে ।মনটা সব সময় টানে কিছু করতে

হাবুল ভোট আসছে বলে তাই

মন্ত্রী আজ্ঞে !

হাবুল ভোট আসছে বলে কাজ করতে মন চায় ?

মন্ত্রী হাঃ হাঃ - মজাটা ভালই করেন । কি বলেন পিতৃ তুল্য -হাবিুল মিয়া

হাবুল ফেরিওয়ালাকে বলব একথা

মন্ত্রী ওঃ । সব কথাতেই - ফেরিওয়ালা ফেরিওয়ালা -করেন কেন আপনি -মানে হাবুল চাচা

হাবুল চাচাও বানিয়ে ফেললে - । এটাও বলব ফেরিওয়ালাকে

মন্ত্রী আবার সেই ফেরিওয়ালা -

হাবুল আমি চল্লাম । একেতে মেয়েটার খোঁজে মাথা খারাপ হয়ে গেল তার ওপর ওনার বকবকানি-হুঁঃ-

(হাবুল প্রস্থান উদ্দ্যত)

মন্ত্রী শুনুন-

হাবুল বলুন -

মন্ত্রী ওই মেয়ের কথা কি যেন বলছিলেন ? (হাবুল বড় বড় চোখে চেয়ে থাকে)

মন্ত্রী মানে - আমরা যদি হেল্প করতে পারি

হাবুল হেল্প ?

মন্ত্রী হ্যাঁ । সেবা করাইতো আমাদের কাজ

হাবুল সেবার বিনিময়ে প্রতিদান দেওয়াটা আমাদেরও কাজ - সেটা যেমন সেবা তেমন দান -বুঝলেন ?

মন্ত্রী বুঝলাম

পেয়াদা (উত্তেজিত ভাব) এবার আপনি যেতে পারেন

হাবুল উত্তেজনা নয়-। তোমাদের উত্তেজনার প্রত্তুতর দিতে গাঁ-বাসীরা জানে-এটা হয়ত তোমাদের জানা নেই - এবার থেকে জেনে রেখ । চললাম

মন্ত্রী- আহা হা - চটছেন কেন । আসলে ও একটু উত্তেজনায় রয়েছে কারণ এটা আমার অর্দ্ধ-শতটা শীলান্যাস - তাই

ফেরি- দেখুন আপনাদের ওতে আমার উৎসাহ নেই । চলি

পেয়াদা আপনি একদিন অফিসে চলে আসুন । আপনাকে মালামাল করে দেব -

হাবুল আমার মুখটা বন্ধ করতে চাইছো

পেয়াদা স্যার - ওর কত বড় সাহস দেখেছেন -

মন্ত্রী- বলতে দাও । বলতে দাও । ও যে জনতা । জনতারা যা চাইবে তাই বলবে । আর আমাদের সব শুনতে হবে । এটাইতো জনসেবার রীতি -

যুবক- পেন্নাম -জনতা দেব -

হাবুল তাড়াতাড়ি বিদায় হও এ গাঁ থেকে । ফেরিওয়ালা এলে সে পথও পাবে না

(হাবুলের প্রস্থান । রাগান্বীত ভাবে পেয়াদা হাবুলের গন্তব্য স্থলের দিকে এগিয়ে গিয়া আবার ফিরে আসে)

মন্ত্রী পেয়াদা-

পেয়াদা স্যার -

মন্ত্রী সব মাটি হয়ে গেল । চল । এখান থেকে চলে চল

পেয়াদা মানে পাত্তারি গুটিয়ে ফেলব

মন্ত্রী বললাম তো হ্যাঁ । অন্য পথ দেখতে হবে - এ গাঁকে হাতে নিতেই হবে - চল

(মন্ত্রী আর পেয়াদার বিদায় নিতে উদ্দ্যত এমন সময় তাদের সামনে এসে দাঁড়ায় ফেরিওয়ালা)

ফেরি দাঁড়াও বন্ধু - এ গাঁয়ে নতুন মুখ দেখছি

পেয়াদা তুমি কে হে

ফেরি আমি -আমি সামান্য এক প্রাণী নাম আমার ফেরিওয়ালা

মন্ত্রী তুমি ফেরিওয়ালা । কি ভাগ্য আমাদের তোমর দর্শন পেলাম

ফেরি তুমি বুঝি - মন্ত্রী আর তুমি পেয়াদা

মন্ত্রী কি করে বুঝলে

ফেরি ওই যে হাবুল চাচা বলল

মন্ত্রী এর মধ্যে সব বলাও হয়েগেছে - কি ভয়ানক লোক

ফেরি আমরা সব কিছু মিলে মিশে করি তেমনই যা পাই সবে মিল ভাগ করে খাই

মন্ত্রী অভুক্ত থাকতে হলে ও

ফেরি বলতে পার তাও । আসলে তোমাদের মত আমাদের তো আর ক্ষমতা নেই যে দুঃখ কে শুখে বদলে নিতে পারবো - আবার রাতকে দিন - দিনকে রাত এসব তো তোমাদের তুড়ির খেলা

পেয়াদা একেবারে খাটি কথা বলেছে

মন্ত্রী এই চো-প । উনি ফোরন্ কাটছেন ।বেটা তুই আমার পেয়াদা না ওর

পেয়াদা আপনার

মন্ত্রী তাহলে শুধু আমার গুন গাইবি - বেয়াদপ কোথাকার । এই যে ফেরিওয়ালা তুমি যা বলবে পরিষ্কার করে বল

ফেরি আপনাদের ছাউনিতে দোষী হয় নির্দোষী আবার নির্দোষী হয় দোষী । সবই মহিমার খেলা

পেয়াদা যা বলেছেন -

মন্ত্রী আবার । আসলে কি জান নেতাদের এটুকু ক্ষমতা না থাকলে লোকে মানে না । তোমারও চাই নাকি - এঁ্যা হ্যাঁ হ্যাঁ -

ফেরি আমি ফেরিতেই খুশি , তবে কেউ কোন অঘটন ঘটালে পালাবার পথ পায় না -

মন্ত্রী (ম্লান হেসে) না না - তা কেন হবে । এ গাঁয়ের সাথে তো আমার নারীর টান

ফেরি এ গাঁয়ের কোন দাইমা আপনার নারী কেটেছিল এটাতো জানা নেই

মন্ত্রী এই ওসব কথা রাখ ভাই - জান সামনে ভোট আমরা তোমার সাহায্য চাই

ফেরি সবই তো জনতা খেলা -চাইলে ভোট দেবে না চাইলে ছুড়ে ফেলবে -এতে আবার আমার কি করনীয় আছে

মন্ত্রী এ গাঁায়ের সবাই তোমার কথায় ওঠে বসে । অথএব তুমি বললেই সব রাজি হবে -

ফেরিো জনতাকে বস করার চেষ্টা কোর না । তাহলে তোমার মন্ত্রী হওয়াতো দূরের কথা -ঠাই পাবে না কোথাও । বুঝলে ? বিদায় বন্ধু ।

(ফেরির প্রস্থান)

মন্ত্রী ওই হাবুল বেটাই নষ্টের মূল । আগে ভাগে ফেরিওয়ালার কান ভারি করে দিয়েছে -

পেয়াদা আপনি ওর মেয়ের দিকে নজর না দিলেই পারতেন

মন্ত্রী কি বললি !

পেয়াদা হাবুল চাচার মেয়ের দিকে নজর না দিলেই -----

মন্ত্রী চো - প -

(মঞ্চের আলো নিভে যায় । পরমুহূর্তে আলো জ্বলে)

(নেপথ্যে শোনা যায় -প্রচার গাড়ির -মাইকে গান -'ভোট দিয়ে যা আয় ভোটারা .....' রাগন্বিত ভাবে পাইচারী করে ফটিক ।)

ফটিক- (রাগান্বিত) ঠিক আছে ফেরিওয়ালা তুমি আমায় মত দিলে না । এমন সহজে একটা সুবর্ণ সুযোগ এল সেটা কারও সহ্য হচ্ছে না । বেশ আমিও ছাড়ার পাত্র নই আমিও দেখব কত ধানে কত চাল -আমি একাই লড়ব । হ্যাঁ । আমারও নাম ফটিক হ্যাঁ -

(প্রস্থান উদ্দ্যত এমন সময় সামনে এসে দাঁড়ায় ফতিমা)

ফটিক- (অবাক হয়ে) এই তো ফতিমা । তোর সাথে আমার একটা খুব জরুরী কাজ আছে -

ফতিমা- আমার সাথে ? কি কাজ শুনি

ফটিক আমি ভোটে দাঁড়িয়েছি - এটা নিশ্চয়ই শুনেছিস

ফতিমা তোমার মাথাটা খারাপ হয়েগেছে

ফটিক ও নিয়ে তোর মাথা ব্যাথা করার প্রয়োজন নেই । আমার কাজ করে দিবি কি না বল

ফতিমা কাজটা আগে শুনি

ফটিক (ম্লান হেসে) হে- তুই কত ভাল মেয়ে

ফতিমা মসকা না মেরে কাজের কথা বল

ফটিক ফেরিকে বলে তুই আমার ভোটে দাঁড়ানটার সম্মতি করিয়ে দিবি

ফতিমা আমি ? না না আমি ফেরিওয়ালাকে কিছু বলতে পারব না

ফটিক বাবাঃ এমন ভাব করছিস যেন ফেরি তোর ইয়ে হয় -

ফতিমা এই যে - ওই ইয়ে মানে কি ?

ফটিকা না না কিছু না আসলে দেখলাম তুই ফেরির প্রতি রাগ করেছিস না অভিমান করেছিস ।

ফতিমা রাগ - অভিমান কই কিছুই না তো

ফটিক সে যেটাইই হোক তাতেই চলবে । তুই শুধু ফেরি কে রাজি করিয়ে দে

ফতিমা প্যারব না

ফটিক না !

ফতিমা না ।

ফটিক এমনটা তো ভাবিনি

ফতিমা ভাববে পরে । এবার রাস্তা ছাড়ো

ফটিক যা বাবা ঃ । ফেরি তোর কথা শোনে তাই

ফতিমা নিজের রাস্তা দেখ -

ফটিক ঠিক আছে । তাই দেখব ।আমি কাউকে ডরাই না । আমারও সময় আসবে হাঁ-

(ফটিকের প্রস্থান । ফতিমা ভাবুক মনে ফটিকের দিকে চেয়ে থাকে)

ফতিমা ফেরি - আর ফেরি । ফেরি বীনা কি কোন উপায় নেই । যাই দেখি এখন কি করা । দেবীর বই এনে দেবার কথা দিলাম ..কিন্তু এখন উপায় কাকে সাথে নিয়ে শহরে যাব । তবে কি শেষে ওই ফেরিওয়ালা ....না না .....

(এমন সময় নেপথ্য থেকে জনতার কণ্ঠ ভেসে আসে ।)

নেঃজনতা- ভোট দাও ভোট দাও -

নেঃ বহু জনতা- মন্ত্রী রাঘব চন্দ্র সমর্থীত প্রার্থী শ্রী বোয়াল চন্দ্রকে ভোট দিন - ভোট দিন ।

নেঃ ঘোষণা ভোট দিয়ে যা আয় ভোটারা - আপনাদের প্রার্থী ফটিক বাবুকে ভোট দিন -

(ফতিমা তখনও ভাবুক মনে দাঁড়িয়ে আছে ।)

ফতিমা ভোটা-ভুটি নিয়ে তোরা যত খুশি লড়াই কর বাপু । আমাদের মাথাটা কেন খারাপ করছিস -

(এমন সময় প্রবেশ করে মন্ত্রী -রাঘব চন্দ্র ।)

মন্ত্রী- এই যে মা জননী । আমার একটা সবিনয় নিবেদন আছে । আমার সমর্থীত প্রার্থী শ্রী-বোয়াল চন্দ্রকে ভোট দিয়ে জয় যুক্ত করবেন মা -

ফতিমা- তা বেশ । রাঘব - বোয়াল দুজনেই নেমে পড়েছ ?

মন্ত্রী বাড়ির একজনকে তো মন্ত্রী হতে হবে

ফতিমা দাদাগিরি চালাতেই হবে । রাঘব -সাথে ভাই বোয়াল দুজনায় জমবে ভাল -কি বল ?

মন্ত্রী- (খুশিতে) ও- তুমি বোয়ালকে চেন ? আমার কি সৌভাগ্য । তুমি প্রার্থীকে চেন ।

ফতিমা না চিনে উপায় আছে

মন্ত্রী- চিনবেই তো -আমার ভাই বলে কথা -কি আনন্দ ।আচ্ছা- তুমি তো হাবুল চাচার মেয়ে তাইনা?

(কথার খেই ধরে প্রবেশ করে দেবী)

দেবী- হ্যাঁ গো । ঠিক চিনেছ । তবে এবারও ডাল গলবে না

মন্ত্রী এই দেখ এ কেমন কথা । বৌনিতেই ঘাটা । এসেছিলাম ভোটের ভিক্ষা চাইতে -

ফতিমা হ্যাঁ তোমাদের প্রয়োজনে পূজা কর আর কাজ ফুরালে ভোগ কর -

মন্ত্রী ছিঃ ছিঃ একি বলছ -ফতিমা -মা -

ফতিমা ওই নামটা ওই মুখে শোভা পায় না । যান এবার ভালয় ভালয় আসুন -

মন্ত্রী ফেরিওয়ালা সবার মাথা খেয়েছে দেখছি-

ফতিমা বুঝতে দেরী করে ফেললে - এবার আসুন

মন্ত্রী - তাহলে যাই মা । ভাইটিকে ভোট দিও । ভোট দিও এ্যাঁ -

(মন্ত্রী এদিক ওদিক দেখে প্রস্থান)

(ফতিমা বাইরের দিকে লক্ষ্য করে দীর্ঘশ্বাস নেয়)

ফতিমা যাই দেখি দেবীর বই এর কি ব্যাস্থা করতে পারি । য়েফরিয়ালার

(প্রস্থান উদ্দত এমন সময় ফেরিওয়ালা ফতিমার সামনে এসে দাঁড়ায়।
ফতিমা ফেরিওয়ালাকে এক পলক দেখে প্রস্থান উদ্দ্যত হয়)

ফেরি চলে যাচ্ছ !

ফতিমা কাজ আছে

ফেরি অভিমান হয়েছে

ফতিমা মান অভিমান আমার - তা নিয়ে তোমার ভাবনা কিসের ?

ফেরি তুমি মুখ গোমরা করে থাকবে সেটা কি ভাল লাগে

ফতিমা ভাল মন্দের হিসাব জান ? যদি জানতে তাহলে এমন করে ফিরিয়ে দিতে না

ফেরি মনকে শান্ত কর ফতিমা -

ফতিমা মন নিয়ে তো তুমি খেলা কর

ফেরি মনের গভীরে যাও - মন দিয়ে পরখ কর - দেখবে সঠিক কোনটা - ফিরে যাওয়াটা না কি -

ফতিমা আমি চললাম

ফেরি কোথায় যাবে ?

ফতিমা ফটিকের খোঁজে

ফেরি এই তো একটু আগেই এই পথ দিয়ে গেল । তোমার সাথে দেখা হয় নি ?

ফতিমা না - ইয়ে মানে -। ওকে নিয়ে আমি শহরে যাব

ফেরি শহরে যাবে ! ফটিকের সাথে !

ফতিমা এতে অবাক হবার কি আছে । ডাগর মেয়ে হয়ে তো একা শহরে যাওয়া যায় না

ফের কিন্তু শহরে কেন যাবে ?

ফতিমা দেবীর আর আমার জন্য বই কিনতে

ফেরি তাই বলে ফটিকের সাথে ! ওটার মনটা লালসায় ভরা

ফতিমা তবু ফিরিয়ে তো দেবে না । এক বেলার তো ব্যাপার । চলি

ফেরি জানি আমার প্রতি তোমার অভিমান হয়েছে

ফতিমা আমার কাজ আছে - আমি চল্লাম

(প্রস্থান উদ্দ্যত)

ফেরি আমি যদি তোমার সাথে শহরে যাব

ফতিমা (খুশি মনে) তুমি যাবে ! না - মানে - সমাজ - কলঙ্ক - এসব ?

ফেরি প্রয়োজনে -সমাজ কলঙ্ককে মানলে চলে না

ফতিমা তবে চল ফেরি - চল । এই দেখ আমি প্র স্তুত ।চল আমরা শহরে যাই -তুমি আর আমি

ফেরি মনটাকে ফেলে রেখেছিলে কানুর গোয়ালে আর তাকে খুঁজছিলে রাবনের বাগানে । বরে লীলাময়ী -

ফতিমা জান ফেরি আজ আমি আমার জন্যও বই কিনব -অনেক অনেক বই , আমি পড়ব , জানব সেই নারীদের কথা যারা প্রতিবাদের পথ দেখিয়েছে ,যারা লড়াইএ হার স্বীকার করে নি-

(ফেরিওয়ালা অবাক হয়ে ফতিমার দিকে চেয়ে থাকে)

ফতিমা- কি হল ফেরি । কোথায় হারিয়ে গেলে !

(ফতিমা আবেগের সাথে বলতে বলতে শূন্যের পানে চেয়ে থাকে। ফেরিওয়ালা অবাক দৃষ্টে ফতিমার কাছে এগিয়ে যায় ।)

ফেরি- আমি জানতাম আমার প্রচেষ্টা বিফল হবে না । আজ আমার ফেরি করাটা সার্থক হয়েছে । আমি তোকে নিয়ে শহরে যাব । নিশ্চয়ই যাব । তোর পছন্দের বই কিনিয়ে দেব । চল আগে তোর বাপুকে খবরটা দিয়ে আসি -

ফতিমা- আমি বাপুকে বলেছি

ফেরি- মেয়েদের মাঝে ও আছে চেতনা বোধ এসেছে ।আঃ -আজ আমার কত আনন্দ ।

..(ফেরির চোখে জল আসে)

ফতিমা-- ফেরি তোমার চোখে জল !

ফেরি- মা বলতো -মন দিয়ে সবাইকে আপন করে নিবি তবেই তো হবে জীবন পথে চলা ... । আজ মা নেই আছে শুধু শূন্য এই এক অভাগা - ফেরিওয়ালা -...

(ফেরিওয়ালা শূন্যের পানে চেয়ে চোখের জল মোছে।

(ফতিমা হতবাক হয়ে চেয়ে থাকে)

ফতিমা- ফেরিওয়লা । ফেরিওয়ালা ...

ফেরি- কিরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন ? শহরে যাবি না ? -চল । (ফতিমার হাত ধরে টানতে থাকে) চল। চল আমার সাথে

(ঠিক সে সময় প্রবেশ করে হাবুল)

হাবুল- আমি জানতাম তুমি ফতিমার সাথে যেতে রাজী হবে

ফেরি- জান হাবুল চাচা । তোমার মেয়ের মনে চেতনার ভাব জেগেছে । এ যে জাগরণের শুভ সূচনা । আমি আজ খুব খুশি । আমি ওকে কথা দিয়েছি ওকে নিয়ে আমি শহরে যাব । ওর যত বই চাই আমি সব কিনে দেব।

হাবুল- যা মা যা । যাও ফেরি যাও । আমি তোমাদের পথ চেয়ে বসে থাকব । যা -মা- যা

ফতিমা- চলি বাপু

হাবুল- ইন্সাআল্লা তোমাদের মঙ্গল করুক -

ফতিমা- চল ফেরি

ফেরি- এবার আমাদের চলার শুরু । এ চলা আর থামবে না । একদিন এমনি করেই উঠবে জাগরণের ঢেউ। চল ফতিমা চল । নইলে যে দেরী হয়ে যাবে -

(ফতিমা আর ফেরিওয়ালার প্রস্থান । হাবুল খুশি মনে তাদের পথ পানে চেয়ে থাকে । মঞ্চের আলো ধীরে ধীরে নিভে যায় । মুহূর্তের মধ্যে মঞ্চের আলো জ্বলে । সময় রাত । হাবুল তখনও পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে ।)

হাবুল- দেখতে দেখতে অনেক রাত হয়ে গেল । কিন্তু এখনও ওরা ফিরল না । এদিকে আকাশটাও মেঘলা করে আছে মনে হয় বৃষ্টি হবে । একটা ছাতাও নেই ওদের কাছে । যাই একটা

ছাতা নিয়ে আসি

(হাবুল প্রস্থান উদ্দ্যত । অপর দিক থেকে হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করে ফটিক । হাবুলকে দেখে সে চমকে যায়)

ফটিক- এ কি হাবুল চাচা । তুমি এই ভর সন্ধ্যায় এখানে একা একা কি করছ

হাবুল- মেয়েটা শহরে গেছে । তাই তার পথ চেয়ে আছি

ফটিক- সেকি তোমার মেয়েকে একা শহরে যেতে দিলে

হাবুল- না না একা নয় । ফেরিওয়ালা আছে সাথে

ফটিক ফেরিওয়ালা সাথে আছে !

হাবুল- হ্যাঁ

ফটিক- অঃ । সেই জন্যই তো ফেরিওয়ালাকে খুঁজে পাচ্ছি না ।

হাবুল কেন কাজ ছিল

ফটিক আমি ভোটে দাঁড়িয়েছি এই সংবাদটাই ফেরিওয়ালাকে দেবো বলে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি -

হাবুল- ও সংবাদ সে জানে । তারই সম্মতিতে তুমি ভোট প্রার্থী হয়েছ

ফটিক- তুমি ও জান ?

হাবুল- জানব না কেন । ওই ফতিমাই তো ফেরিকে বলে রাজি করাল । আচ্ছা আমি এখন চলি আকাশের অবস্থা ভাল নয় । দেরী না করে তুমিও বাড়ি ফিরে যাও । বৃষ্টি এলো বলে

(হাবুলের প্রস্থান ।)

ফটিক- ফেরিওয়ালা গেছে শহরে সঙ্গী তার ফতিমা । যাক বেল পাকলে কাগের কি । আর কিছু হোক না হোক ওই ফতিমার দৌলতেই আমি ফেরিওয়ালার সম্মতি পেয়েছি । নইলে আমার স্বপ্নটা স্বপ্নই থেকে যেত । যাই প্রচারের কাজটা সেরে ফেলি । ফতিমা আর ফেরিওয়ালা - ধুর বেল পাকলে কাকের ...হুঁ -

(এমন সময় বাইরে বিদ্যুৎ চমকায় । ফটিক ভয়ে চমকে ওঠে)

ফটিক- একি ! এ অসময়ে ঝড় বৃষ্টি কেন

ফটিক- ঝড় উঠেছে । সামালো সবাই । ঝড় উঠেছে গো । ঘর সামলাও সবাই ....

(বলতে বলতে ফটিক দ্রুত প্রস্থান করে । নেপথ্যে আবার মেঘের গর্জন শোনা যায়। বাইরে ঝড় বৃষ্টি সমান তালে চলেছে । ঝড়ের দমকা হাওয়ায় বিধ্বস্ত মানুষেরা ।

সেই ঝড়ের মুহূর্তে প্রবেশ করে ফতিমা আর ফেরিওয়ালা । ফতিমার হাতে কিছু বই। ফতিমা ভয়ে ফেরিওয়ালার হাত সজোরে ধরে । ফেরিওয়ালা ওর হাত সরিয়ে দেয় ।)

ফতিমা- ফেরি -আমার ভয় করছে -

(ফতিমা আবার ভীত ভাবে ফেরিওয়ালার হাত ধরে ।

ফেরি (দূর্বলতার সাথে) হাত ছাড় ফতিমা

ফতিমা- ফেরি ! আমার ভয় করছে -

(এমন সময় আলো নিভে যায় । মঞ্চে সামান্য আলো জ্বলে)

ফতিমা- ফেরি । আমি কিছু দেখতে পারছি না । আমার ভীষণ ভয় করছে

(বলতে বলতে ফতিমা অন্ধের মত হাতরিয়ে ফেরিওয়ালার হাত ধরে)

ফেরি- আঃ ফতিমা । আমার হাত ছাড়

ফতিমা- না না এই তুফানি রাতে আমাকে একা ছেড়ে দিও না

ফেরি- আঃ - হাত ছাড় -

(ফতিমার হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে কিন্তু ফতিমা ফেরিওয়ালার হাত শক্ত করে ধরে রাখে ।)

ফতিমা- কেন ? কেন হাত ছাড়ব -এই তুমি মোরদ । মন ভোমরা হয়ে মনের দ্বারে ঘুরে বেড়াও। এখন এই ঝড়-তুফানের মুহূর্তে একজন অসহায় নারীকে সাহারা দিতে কুণ্ঠা বোধ করছ । ছিঃ

ফেরি- আমি অপারক ।

ফতিমা- বঃ । বঃ ফেরি - । বিপদে ফেলে পালাবার অজুহাত খুঁজছ ?

ফেরি- (উত্তেজিত ভাবে) হ্যাঁ হ্যাঁ তাই । জানিস না একটা যুবক যুবতির নিবির সান্নিধ্য উতক্ত করে দেয় ওদের মানসিক চাওয়া পাওয়াকে । আর তখনই ঘটে অঘটন । সে অঘটনটাই হয় বিপদমূখি । আর তখনই হয় প্রলয়ের সৃষ্টি -

ফতিমা- প্রলয়ের মাঝে নতুনের সৃষ্টিও তো হয়

ফেরি- যৌবনের লালসার সৃষ্টি বিপথ মূখি হয় -

ফতিমা- না হয় এ শরীর- মন - মাতুক প্রলয়ে, আর সৃষ্টি হোক আর এক নতুনের

ফেরি- বৃষ্টির জলে ভেজা তোর ওই ললসাময়ী শরীর থেকে লিপ্সার শিখা জ্বলছে । আমি দেখতে পাচ্ছি তুই আর তোর মধ্যে নেই

ফতিমা- দেখতেই যখন পারছ তখন কেন দূরে সরিয়ে দিচ্ছ

ফেরি- কারণ তুই এখন উন্মাদনায় মেতে আছিস

ফতিমা- হ্যাঁ ফেরি । আমি উন্মাদনায় মেতে আছি । আমি দিশাহীন ঝড়ো পাখির মত নীরের সন্ধানে ছটফট করছি শুধু একটু আশ্রয়ের আশায় ।(কান্নার সাথে) বল পার নাকি দিশাহীন নীরহারা পাখিকে একটু কাছে টেনে নিতে । একটু আপন করে নিতে

ফেরি ফতিমা !

ফতিমা নইলে যে ওই রক্ষক রূপি ভক্ষক গ্রাস করে নেব ওই অসহায় পাখীকে । বল কোনটা পছন্দ - রক্ষক রূপি ভক্ষকের হাতে তুলে দেবে না -নীরে তাকে আপন করে নেবে -

ফেরি- (উত্তেজিত ভাবে) ফতিমা । আমায় গোলক ধাঁধার মাঝে ঠেলে দিয়ে রাস্তা দেখাতে বপল না

(ফতিমা একটু দূরে মাটিয়ে পড়ে যায় । এমন সময় খুব জোড় বিদ্যুৎ চমকায় । ফতিমা ভয়ে আর্তনাদ করে কান ঢেকে রাখে ।

ফতিমা- ভয় নেই ফেরি । আমি একাই নিজেকে সামলে নেব । তোমায় কোন বিপদের ঝুকিও নিতে হবে না

(এমন সময় খুব বিকট আকারে বিদ্যুৎ চমকায় । ফতিমা আতঙ্কে চিৎকার করে)

ফতিমা- (অতঙ্কে) -ফে- রি - ! (ফতিমা ভয়ে মাটিতে বসে পড়ে)

(ফেরিওয়ালা যেন কেমন ভাবুক ভীত মনে স্থীর হয়ে যায় । এরপর সে ধীরে ধীরে ফতিমার কাছে গিয়ে তার কাঁধে হাত রাখে । ফতিমা ভীত ভাবে চায় ফেরির দিকে)

ফেরি- ওঠ ফতিমা

(ফেরিওয়ালা হাত এগিয়ে দিলে ফতিমা সে হাত ধরে উঠে দাঁড়ায়)

ফতিমা- (অভিমানে) ফেরি- !

(ফতিমা ফেরির দিকে করুণ ভাবে চায়। ফেরি তাকে কাছে টেনে নেয়।

ফেরি- হে ঠাকুর আমি কি হেরে গেলাম

(কথার খেই ধরে প্রবেশ করে হাবুল হাতে তার একটা ছাতা)

হাবুল- কেউ হারে কেউ জেতে । তুমি না হয় হেরে জিতে নিলে ফেরি -

(হাবুলের কণ্ঠ শুনে ফেরি আর ফতিমা দুজনার থেকে দূরে সরে দাঁড়ায়)

ফেরি- একদিকে মায়ের মরন কালে দেওয়া প্রতিশ্রুতি , অন্যদিকে সবার মাঝে মনের ফেরি - তার মাঝে কেন ভোগের লালসা ? ওঃ - আমি এখন কোন পথে যাই -

ফতিমা- বা - পু -

হাবুল- সবই আল্লার মেহেরবানী -

ফেরি- (পরিশ্রান্ত)- হাবুল চা-চা -!

(ফেরিওয়ালা ক্লান্ত মনে পরিশ্রান্ত ভাবে বলে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে থাকে । হাবুল ফেরিওয়ালার কাছে এগিয়ে যায়)

হাবুল- হ্যাঁ ফেরি । এ যে এক নতুনের আহ্বান । এ যে নতুন সৃষ্টি । এটা তো স্রষ্টারই দান । এ বিধির বিধানের প্রথা । এ থেকে মুক্তি পাওয়া বড় দায় গো -

(হাতের ছাতাটা ওদের দিকে এগিয়ে ধরে ।)

ফেরি- আমি ফেরিওয়ালা । মন নিয়ে মন ফেরি করাই আমার কাজ। মনকে বন্ধনে বাঁধার নয় । কিন্তু ....।

ফতিমা- কিন্তু কি ফেরি !

ফেরি- কখনও মনটাকে ধরা দিতে হবে এটা ভাবি নি

হাবুল- ফেরি । তুমিতো বল সবার উপরে মানব সত্য । মানবের একটা মন আছে । সে মনটা যে কখন না কখন কারও না কারও কাছে সে ধরা দেয় । এটাও নিশ্চয়ই জানতে । তাহলে আজ কেন ভয় পাচ্ছ ?

ফেরি- নাঃ । আমি ভয় পাচ্ছি না

হাবুল- তবে দ্বিধাগ্রস্থ ? ভিন্ন ধর্ম বলে ? তুমি হিন্দু আমরা মুশলমান তাই

ফেরি- নাঃ । ও আমি মানি না । মনের মিলনের সাথে ধর্মের কোন বাঁধন নেই । ধর্ম মানুষের স্বাধীন সত্বা । তাকে মানা না মানা তার নিজের অধীকার । কিন্তু মনের মিলন মানে না কোন বাঁধন । তার কাছে কিবা ধর্ম কিবা জাত । আমি মানি সততা , সৎ উপায় , সৎ পথকে । ব্যাস ।এই টুকুতেই তৃপ্ত হয় আমার বাসনা

ফতিমা বাপু । তুমি আমাদের অনুমতি

হাবুল- আমার আশীর্বাদ সদাই তোমাদের সাথে আছে

ফেরি- নাঃ । আমার ফেরির কি হবে ? যাদেরকে মন দিয়ে , মন নিয়ে, মনের মিলন ঘটিয়ে দেখতাম তাদের হাসি । তাদের কি হবে ? কোথায় পাবো তাদের ওই শুখের হাসি ?

ফতিমা- আমাদের মিলনে তোমার ফেরির কোন ব্যাঘাৎ ঘটবে না । যেমন ছিল তেমন চলবে

ফেরি- (উৎসাহে) হবে হবে । আমার ফেরির কাজ যেমন ছিল তেমন থাকবে । (আবেগে) নইলে আমার আত্মতুষ্টি হবে না ফতিমা -

ফতিমা- আমি কথা দিলাম

ফেরি কথা দিলে ! কিন্তু এ যে বড় কঠিন কাজ গো

ফতিমা হোক সে কঠিন, হোক সে দূর্গম -পথটাতো আমাদের -।সে পথে চলতে আমাকে হবেই

ফেরি- এ কাজে আছে শুধু ত্যাগ

ফতিমা- এক ত্যাগীর সাথে ঘর করলে তো সেও ত্যাগীই হয়

ফেরি- যেমন সহজে বলছ তেমনই কঠিন এ কাজ

ফতিমা- আমি পারব সব ত্যাগ স্বীকার করতে । আমি পারব তোমার পথে চলতে । আমি যতটাই

মমতময়ী ততটাই সংযমী -

ফেরি- হে ঈশ্বর । আমায় পথ দেখাও । আমি যে ফেরিওয়ালা

ফতিমা- ফেরিওয়ালা কি ঘর সংসার করে না ? ফেরিওয়ালার পরিবার থাকে না ? মহান তো তারাই যারা সব দিক সামলায় সমান তালে । তুমি তো তাদেরই একজন ।

(ফেরিওয়ালা নীরব ।)

ফতিমা- কি হল ফেরি ? চুপ করে আছ কেন ?

ফেরি- মনের কাছে প্রশ্নের উত্তর খুঁজছি

ফতিমা- কিছু পেলে -!

ফেরি- জানি না -

ফতিমা- আমি জানি -

ফেরি- কি জান !

ফতিমা- তোমার সাথে সাথে আমিও হবো তোমার ফেরির সাথী । তোমার সব কাজ হবে আমারও ।

ফেরি- পারবে । পারবে আমার সাথে সাথে ফেরি করতে । দ্বোরে দ্বোরে ঘুরে ঘুরে মন নিয়ে মন বিলায়ে মনের খুশি বাটতে পারবে ?

ফতিমা- হ্যাঁ পারব

ফেরি- ওরা আমার অপেক্ষায় রয়েছে । আমি না গেলে ওরা মনে খুব কষ্ট পাবে । তুমি যাবে যাবে ওদের কাছে -

ফতিমা- তোমার পথে চলাই তো আমার ধর্ম

ফেরি- ওঃ- (দীর্ঘ শ্বাস নেয়) । আমার মনের জড়তা , সংকোচ সব যেন বিদায় নিল । এবার মনটা আমার জুড়াল । জান মনে মনে আমি চাইতাম যে কেউ আমার পথের সাথী হোক-

ফতিমা- আমি ...আমিতো আছি

ফেরি- আজ খুব খুশি । ফতিমা চল মোরা হারিয়ে যাই ওদের মাঝে । ওরা যে আমার পথ চেয়ে আছে। আসছি গো আসছি - এবার আমি একা নই । এবার দোকা -

(ফেরিওয়ালা হাত এগিয়ে দেয় । ফতিমা ফেরিওয়ালার হাতে হাত রেখে এগিয়ে যায় । ওরা মঞ্চের এক পাশ থেকে অন্য পাশে পরিক্রমার করে । সে সময়ে হাত উচিয়ে আশীর্বাদের ভঙ্গীমায় মঞ্চের মাঝে দাঁড়ায় হাবুল আর তার দুপাশে এসে দাঁড়ায় সন্যাসী , মন্ত্রী এবং ফটিক । সবাই ওদের স্বাগত জানায় । ফতিমা আর ফেরি মঞ্চের সামনে এসে ফতিমা থেমে যায় ।)

ফেরি- কি হল থামলে কেন ?

ফতিমা- এখানকার সবাইকে বলতে হবে যে ? নইলে এরাও যে পথ চেয়ে বসে থাকবে

ফেরি- ঠিক বলেছ । বল বল এনাদেরকেও বল - এনারা সবাই আমার মনের মানুষ গো -

ফতিমা- আজ থেকে তোমাদের ফেরিওয়ালা আর একা নয় । আমিও তোমাদের সাথে হব মনের সাথী । মনের মিলনে খেলব মোরা খুশির খেলা

ফেরি- ওই খুশির খেলায় হবে -মন নেও-মন দেও, মিলাও আর বিলাও একটু খুশি একটু হাসি ।

ফতিমা সেই মিলনেই আমরা গড়ব পিরিতি নগর , পিরিতে বাধিব ঘর । ফতিমা - ফতিমা তুমি গাওনা ওই গানটা -

(কথার খেই ধরে প্রবেশ করে দেবী আর গানের সুরে গান গায়)

দেবী- মোরা -পিরিতি নগরে বসতি গরিব

(ফতিমা দেবীর সাথে গলা মেলায়)

ফতিমা- (গানের সুরে) - মোরা পিরিতি নগরে বসতি করিব , পিরিতে বাঁধিব ঘর ।
পিরিতি দেখিয়া পরশি করিব এ ভিনে সবাই পর -
মোরা ..... ।

(*মঞ্চের দুদিক থেকে একই সময়ে শিষ্য এবং পেয়াদা খোল কর্তাল আর কাঁসর ঘন্টা বাজাতে বাজাতে প্রবেশ করে মঞ্চের দুধারে দাঁড়ায় তারপর গান শুরু করে -*
এসেছে ফেরিওয়ালা । নেইকো তার চাল-চুলা।। এসেছে ফেরিওয়ালা .....
(*ধীরে ধীরে মঞ্চের আলো কমে যায় । মঞ্চের পর্দা নেমে আসে ।)*

- স মা প্ত -

ফেরিওয়ালা

(পূর্নাঙ্গ নাটক)

মৃণাল দত্ত

ফেরিওয়ালা

চরিত্র

ফেরি	ফেরিওয়ালা
ফটিক	গ্রামের যুবক
হাবুল	গরীব গ্রামবাসী –ফতিমার বাবা
সন্যাসী	সন্যাসী
শিষ্য	সন্যাসীর শিষ্য
মন্ত্রী	মধ্যবয়সী হবু মন্ত্রী
পেয়াদা	মন্ত্রীর পেয়াদা
এবং	
ফতিমা	হাবুলের কন্যা
দেবী	ফটিকে শিশু কন্যা

ফেরিওয়ালা

পূর্বাভাস

না বর্ধিষ্ণু না রুগ্ন এক গ্রামের কাহিনি এটি। এখানে সবার মাঝে বাস করে এক ফেরিওয়ালাও সে ফেরি করে মন – 'মন নেও মন দাও' এটাই তার মূল মন্ত্র। গ্রামের সবার প্রিয় সবার মান্য ছিল সে। সে শুধু গ্রামবাসীদের নয় গ্রামের সব কিছুর প্রেমি ছিল । গ্রামবাসীর শুখ সমৃদ্ধির উন্নতি ভাবনাই তার ভাবনা – শুধু মন নেও মন দেও – মন্ত্রই এর মাধ্যম । এটাই তার বিশ্বাষ এটাই তার ভাবনা এটাই তার প্রয়াস।

হঠাৎ একদিন ওই গ্রামের শুরু হয় শহরের লোকেদের আনাগোনা। তাদের ক্রিয়া কলাপ গ্রামবাসীদের মনকে দুষিত করে তোলে। এক কথায় ফেরিওয়ালার 'মন নেও – মন দেও ' মন্ত্রের ভুল প্রমানিত করাই ছিল তাদের প্রধান প্রচেষ্টা।

ফেরিওয়ালা শহরের মানুষের ক্রিয়া–কলাপে আর নীরব থাকতে পারেনি। সরলতায় সাজান ওই গ্রামের মানুষের বিপথে চালনা তথা , তার এতদিনের শুখের নীরের ভাঙ্গনের প্রতিবাদে সে পথে নেমে পড়ে। আবার গ্রামবাসীদের মনের সরলতা আর ফিরিয়ে আনতে পেরেছিল কি না সে তো গ্রামবাসীরাই বলবে।

এদিকে ঘটল আর এক অঘটন। যে মন ভোমরা হয়ে সবার মনের মাঝে নিজের মনকে বিলিয়ে দিয়েছিল কিন্তু কখন কোন অজান্তে তার মন ধরা পড়ে যায় অন্য মনে –সেটা ফেরিওয়ালাও নিজে জানেনা। এ এক কঠিন সমস্যা। এ সমস্যার সমাধান কি হয় – সেটা জানার অপেক্ষায় রইলাম ।

****

ফেরিওয়ালা